Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Ashar 26, 1433 Bangla, July 10, 2026, Friday, No. 185, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has urged the nation to join hands in transforming Bangladesh into a "green habitat", calling for tree planting & environmental protection to become part of everyday life. [R. Today: 28]

Law Minister has said the next national parliamentary election will be held under a caretaker government. [Jago FM: 14]

Information & broadcasting minister has informed that government has proposed amending Press Council Act, 1974, to transform the Press Council into a stronger, more effective & media-friendly institution. [Jago FM: 18]

Health and Family Welfare Minister has stated that government's top priority is to ensure primary healthcare for countrymen. [Jago FM: 19]

Two more children have died from measles-like symptoms in country. [DW: 10]

Expatriates' Welfare and Overseas Employment Minister has said that 12 Bangladeshis have so far died in recent Middle East war. [Jago FM: 20]

At least 30 people have died in several landslides triggered by heavy rainfall across various areas of Chattogram, Bandarban and Cox's Bazar over past three days. [BBC: 07]

Authorities in Rohingya refugee camps have taken steps to relocate people from high-risk areas to safer locations after landslides killed at least 13 refugees in the past few days. [DW: 10]

Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was laid to rest in his hometown of Mashhad, Iran; huge crowds gathered. [BBC: 30]

U.S. forces have struck more than 170 Iranian military targets in the past two days. Tehran officials stated that at least 14 people have been killed in these latest airstrikes. [BBC: 09]

Director: 44813046	Deputy News Controller: 44813048 44813179	Assistant News Controller: 44813047 44813178

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
আষাঢ় ২৬, বাংলা ১৪৩৩, জুলাই ১০, ২০২৬, শুক্রবার, নং- ১৮৫, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

বাংলাদেশকে একটি `সবুজ বসতি, হিসেবে গড়ে তুলতে সবার সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সংরক্ষণকে নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। [রে. টুডেঃ ২৮]

আগামী চতুর্দশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হবে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী। [জাগো এফএমঃ ১৪]

প্রেস কাউন্সিল আইন যুগোপযোগী করে প্রেস কাউন্সিলকে অধিকতর শক্তিশালী, কার্যকর ও গণমাধ্যমবান্ধব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য আইন সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে ---জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী। [জাগো এফএমঃ ১৮]

দেশের মানুষের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী। [জাগো এফএমঃ ১৯]

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু। [ডয়চে ভেলেঃ ১০]

ইরান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এ পর্যন্ত ১২ জন বাংলাদেশি মারা গেছেন --- জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী। [জাগো এফএমঃ ২০]

টানা ভারী বৃষ্টিতে গত তিনদিনে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্বত্য জেলাগুলোতে পাহাড় ধসের ঘটনায় অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু। [বিবিসিঃ ০৭]

গত কয়েক দিনে ভূমিধসে অন্তত ১৩ জনের মৃত্যুর পর রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির কর্তৃপক্ষ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরানোর উদ্যোগ নিয়েছে। [ডয়চে ভেলেঃ ১০]

জন্মস্থান মাশহাদে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির দাফন সম্পন্ন, বিপুল জনসমাগম। [বিবিসিঃ ৩০]

ইরানে গত দুইদিনে প্রায় ১৭০টি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইরান জানিয়েছে, সর্বশেষ এই সংঘাতে ১৪ জন নিহত হয়েছেন। [বিবিসিঃ ০৯]

বিবিসি

তুরস্কের সহায়তায় বগুড়ায় ড্রোন কারখানা হবে, জানালেন প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম

তুরস্কের সহায়তায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা বগুড়ায় ড্রোন তৈরির কারখানা স্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। আজ আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে একটি অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। ”প্রধানমন্ত্রী সংসদে তার প্রশ্ন-উত্তরে বলেছেন, বগুড়ায় তুরস্কের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ড্রোন নির্মাণ কারখানা হবে„ জানিয়ে তিনি বলেন, ড্রোনের কারখানা স্থাপন করা হবে বগুড়ায় নির্মাণাধীন বিমানঘাঁটির পাশেই। তিনি জানান, বগুড়া বিমানবন্দরটি বেশ পুরনো এবং বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও বিগত সময়ে বিএনপি'র শাসনামলে বিমানবন্দরটির উন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়া হলেও রাজনৈতিক কারণে তা আর এগোয়নি। তাই, বগুড়া বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দরে রূপান্তরিত করা হচ্ছে এবং ওই বিমানবন্দরের মধ্যে উত্তর অঞ্চলের জন্য বিমান বাহিনীর প্রথম বিমান ঘাঁটি অনুমোদিত হয়েছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বহরে নতুন যে যুদ্ধবিমানগুলো আসবে তা বগুড়ার এয়ারপোর্টের সাথেই বিমান ঘাঁটির বহরে সংযুক্ত হবে, বলেন প্রতিমন্ত্রী।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

রাঙামাটিতে অন্তত ৩৭ স্থানে পাহাড়ধস, আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় চার হাজার মানুষ

টানা বৃষ্টিতে রাঙামাটির বিভিন্ন এলাকায় অন্তত ৩৭টি স্থানে পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত জেলা প্রশাসন থেকে এ সব তথ্য পাওয়া গেছে। জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত নতুন করে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। এর আগে, নিখোঁজ থাকা একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ দোকানদার ও বহিরাগত ব্যবসায়ীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে সর্বশেষ তথ্যে জানা যায়, রাঙামাটি সদর উপজেলার মগবান ইউনিয়নে গত ৭ জুলাই নদী পার হওয়ার সময় ভেসে যাওয়া দলমনি চাকমা নামে এক ব্যক্তির মরদেহ বৃহস্পতিবার উদ্ধার করা হয়েছে। এদিকে, জেলার বিভিন্ন নিচু এলাকায় পানি ঢুকতে শুরু করায় বন্যা এবং আরও বেশি স্থানে পাহাড়ধসের আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে ইতোমধ্যে চার হাজারের বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে, বাঘাইছড়ি-মারিশ্যা-দিঘীনালা সড়কের তিন কিলোমিটার এলাকায় রাস্তা ধসে যাওয়ায় ওই সড়কে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে এবং কাচালং নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কাচালং বাজার ডুবে গেছে, সেখানে কোনোরকম যান চলাচল সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক নাজমা আশরাফী। সাজেকে আটকে থাকা প্রায় ৫০০ পর্যটকদের বিষয়ে তিনি বলেন, ”সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। তারা বলেছে, পরিস্থিতি এরকম থাকলে এখানে মুভমেন্ট করা যাবে না, গাড়ি ডুবে যাবে। কালকে যদি পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হয়, তাহলে নৌকা দিয়ে পর্যটকদের ক্রমে ক্রমে দিঘীনালার দিকে বের করার সুযোগ তৈরি হতে পারে।„
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

আসামির মৃত্যুর গুজবে বরিশালে থানায় আক্রমণ, পুলিশসহ কয়েকজন আহত

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলায় এক আসামির মৃত্যুর গুজবকে কেন্দ্র করে থানায় হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় পুলিশসহ কয়েকজন আহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ৯টার দিকে বিবিসি বাংলাকে খবরটি নিশ্চিত করেন আগৈলঝাড়া থানার ডিউটি অফিসার মাকসুদুর রহমান। তিনি বলেন, গতকাল বুধবার রাত ৮টার দিকে নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে এক ব্যক্তিকে চুরি ও মাদক মামলায় গ্রেফতার করা হয়। পরে রাতে থানায় বসেই ওই আসামি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়। কিন্তু কারা যেন গুজব ছড়ায় যে, আসামি মারা গেছে। তাই, আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে আসামির স্বজন ও স্থানীয় শতাধিক মানুষ একযোগে লাঠিসোঁটা, ইট-পাটকেল নিয়ে এসে থানায় হামলা করে। হামলাকারীদের মাঝে অনেক নারী ও তরুণ ছিল। ওই সময় থানায় ডিউটিরত এএসআই আবদুল হালিমসহ দুই-তিনজন পুলিশ সদস্য আহত হন, জানান মাকসুদুর রহমান। এএসআই আবদুল হালিম ও গ্রেফতারকৃত ওই আসামি উভয়েই এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। এই ঘটনায় মামলা ও কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে মাকসুদুর রহমান জানান, ঘটনার সময় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তবে এখন অভিযান চলছে, মামলা প্রক্রিয়াধীন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন বৃদ্ধি আপনার পকেটে যেভাবে চাপ বাড়াতে পারে

ঢাকার মিরপুর এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন। চাকরি করেন একই এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে। সেখানে যত টাকা বেতন পান, উচ্চমূল্যের বাজারে সেটি দিয়ে বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তানসহ পাঁচজনের সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে বলে জানান। এর মধ্যে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন বাড়ানোর খবর তাকে রীতিমতো দুশ্চিতায় ফেলে দিয়েছে। ”এমনেই জিনিসপত্রের যে দাম, তাতে বাজারে গেলে ঘাম ছুটে যায়। সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন বাড়ানোর সাথে সাথে সেগুলোর দাম আবারও বেড়ে যাবে। কিন্তু আমাদের মতো মানুষের আয়

তো বাড়ছে না। তাহলে আমরা বাঁচবো কীভাবে?,, বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. উদ্দিন। তার এই উদ্বেগ যে মোটেও অমূলক নয়, অর্থনীতিবিদদের কথাতেও সেটির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তারা বলছেন, সাড়ে ১৪ লাখের বেশি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধির ফলে কেবল মূল্যস্ফীতিই বাড়বে না, সেইসঙ্গে বৈষম্য, দারিদ্র, তারল্য সংকটসহ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নানান ঝুঁকিও বাড়িয়ে দিতে পারে। ”সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য যে ধরনের পরিকল্পনা ও পূর্বপ্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন, সরকার সেদিকে দৃষ্টি না দিলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংকট আরও বেড়ে যেতে পারে,,, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন অর্থনীতিবিদ ড. মাহফুজ কবীর।

কার কত বাড়ছে?

বাংলাদেশে সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য সর্বশেষ জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষিত হয়েছিল ২০১৫ সালে। এরপর প্রতিবছর মূল বেতন পাঁচ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেলেও নতুন করে আর পে-স্কেলে ঘোষণা করা হয়নি। ফলে দীর্ঘদিন ধরেই নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণার অপেক্ষায় রয়েছেন সরকারি চাকরিজীবীরা। ২০২৫ সালে নতুন একটি বেতন কমিশন গঠন করে সাবেক অন্তর্বর্তী সরকার। সাবেক অর্থ সচিব জাকির আহমেদ খানের নেতৃত্বে গঠিত ওই কমিশন বেতন কাঠামো পর্যালোচনা শেষে গত জানুয়ারি মাসে সরকারের কাছে প্রতিবেদন জমা দেন। সেখানে সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ১০০ থেকে ১৪০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, বিদ্যমান সর্বনিম্ন বেতন স্কেল ৮ হাজার ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ধাপ ৭৮ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করেন কমিশনের সদস্যরা। এছাড়া বৈশাখি ভাতার হার ২০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করার পাশাপাশি যাতায়াত ভাতাও বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়। নতুন পে-স্কেল বাস্তবায়ন করার জন্য অতিরিক্ত প্রায় ১ লাখ ৬ হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন হবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। কমিশন গঠন করে বেতন বাড়ানোর সুপারিশ করলেও, সেটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত পরবর্তী সরকারের হাতে ছেড়ে দেন অধ্যাপক ইউনূসের সরকার। গত ফেব্রুয়ারিতে ক্ষমতা গ্রহণের পর আগের কমিশনের পরামর্শগুলো পর্যালোচনা করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনির নেতৃত্বে দশ সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করে বিএনপি সরকার। সেই কমিটি ইতোমধ্যে নতুন বেতন কাঠামোর একটি খসড়া রূপরেখা তৈরি করেছে, যেখানে ১১ থেকে ২০তম গ্রেড, অর্থাৎ মধ্যম ও নিম্ন পদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা তুলনামূলকভাবে বেশি বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি গ্রেডে মূল বেতন সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য খুব শিগ্‌গিরই খসড়া রূপরেখাটি মন্ত্রিসভায় পাঠানোর কথা রয়েছে। অনুমোদন শেষে চলতি মাসেই গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর হতে পারে বলে বলেও জানা যাচ্ছে।

'মুদ্রাস্ফীতি উস্কে দিবে'

প্রতি পাঁচ বছর পরপর সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন-ভাতা পর্যালোচনার বিধান থাকলেও, গত দশ বছরে একবারও সেটি করা হয়নি। ফলে নতুন পে-স্কেল ঘোষণার উদ্যোগকে যৌক্তিক বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। ”বিশেষ করে, গত এক দশকে নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে খরচ-খরচা যেভাবে বেড়েছে, সেই বিবেচনায় নতুন পে-স্কেল ঘোষণার এই উদ্যোগ অত্যন্ত যৌক্তিক,,, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের (বিস) গবেষণা পরিচালক ড. মাহফুজ কবীর। কিন্তু উদ্যোগটি এমন একটি সময় নেওয়া হয়েছে, যখন বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে যাচ্ছে। ”ফলে সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক হলেও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সেটি কী ধরনের প্রভাব ফেলবে বা নতুন ঝুঁকি তৈরি করবে কি-না, সেই প্রশ্নটি সামনে চলে আসছে,,, বলেন মি. কবীর। গত কয়েক বছর ধরেই দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতির হার উচ্চ। গত জুনে সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার আগের মাসের চেয়ে কিছুটা কমলেও, এখনও সেটি নয় শতাংশের ওপরে রয়েছে। ”এর মধ্যে নতুন পে-স্কেল ঘোষণা মুদ্রাস্ফীতিকে আরও উস্কে দিবে,,, বলছিলেন সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, নতুন পে-স্কেলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দিতে গিয়ে যে বাড়তি বেতনের অর্থের প্রয়োজন হবে, সেটির জন্য সরকারকে ঋণ নিতে হবে বা নতুন করে টাকা ছাপাতে হবে। বাড়তি ওই টাকা অর্থনীতিতে যোগ হলেই সার্বিক মুদ্রাস্ফীতি আরও বেড়ে যাবে। ”তখন সেটা সামাল দেওয়া সরকারের জন্য আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়াবে,,, বলেন মি. রায়হান।

বাড়তে পারে জিনিসপত্রের দাম

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন বেড়ে যাওয়ার ফলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যাবে। এর ফলে আগের চেয়ে বেশি কেনাকাটা করার কারণে বাজারে পণ্যের চাহিদাও বেড়ে যাবে। ”ফলে স্বাভাবিকভাবেই জিনিসপত্রের দামও বেড়ে যেতে পারে,,, বলেন অর্থনীতিবিদ মি. রায়হান। তবে চাহিদার বিপরীতে সরবরাহ ঠিক রেখে পণ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি ঠেকানো সম্ভব। ”কিন্তু আমাদের দেশের অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, চাহিদা বাড়লেই বরং ব্যবসায়ীদের একটি অংশ কৃত্রিম সংকট তৈরি করে পণ্যের দাম কয়েকগুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়,,, বলছিলেন ড.

মাহফুজ কবীর। ফলে নতুন পে-স্কেল ঘোষণার পর বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জিং হবে বলে মনে করেন এই অর্থনীতিবিদ। "এক্ষেত্রে সরকার যদি নিত্যপণ্যের সংকট বা লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তাহলে ভোগান্তি থেকে তাদের ওপর সাধারণ মানুষের ক্ষোভ তৈরি হতে পারে,, বলেন মি. কবীর।

বৈষম্য ও দারিদ্র্য বৃদ্ধির শঙ্কা

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের হিসেবে, বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন পদে সরকারি চাকরিজীবীর সংখ্যা সাড়ে ১৪ লাখের কিছু বেশি। নতুন পে-স্কেলের আওতায় মূলত তাদেরই বেতন-ভাতা বাড়তে যাচ্ছে। অন্যদিকে, বেসরকারি খাতের শ্রমশক্তির সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ৯৭ লাখ। "অর্থাৎ মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৯৫ শতাংশই বেসরকারি খাতে কাজ করছে, অথচ সরকারি চাকরিজীবীদের সঙ্গে তাদের বেতন-ভাতা বাড়ছে না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দুই অংশের মধ্যে একটা বৈষম্য তৈরি হচ্ছে,, বলছিলেন অর্থনীতিবিদ সেলিম রায়হান। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে আয়ের বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছে। সেইসঙ্গে, বাড়ছে দারিদ্র্যের হার। বিশ্বব্যাংকের তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ২০২২ সালে দেশটিতে যেখানে দারিদ্র্যের হার ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ, ২০২৫ সালে সেটি বেড়ে ২১ দশমিক ৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। "সরকারির পাশাপাশি বেসরকারি খাতের কর্মজীবীদের বেতন-ভাতা না বাড়লে আয় বৈষম্য আরও বেড়ে যেতে পারে, যার ফলে দেশে দারিদ্র্যের হারও বৃদ্ধি পেতে পারে,, বলেন অর্থনীতিবিদ ড. মাহফুজ কবীর।

তারল্য সংকট

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ প্রায় ৮৯ হাজার ৮৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পেনশন ও গ্রাচুইটিসহ যা ১ লাখ ৪১ হাজার ৪৩৪ কোটি টাকা। বাজেটের 'জনপ্রশাসন-নিট' খাতে চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৫৪ হাজার ৫৭২ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এই অতিরিক্ত অর্থের অন্তত ৪৪ হাজার কোটি টাকা রাখা হয়েছে মূলত সরকারি কর্মচারী, এমপিওভুক্ত শিক্ষক এবং পেনশনভোগীদের জন্য নতুন পে-স্কেল বাস্তবায়নের জন্য। "কিন্তু বাড়তি এই ব্যয়ের বিপরীতে সরকার আয় তো সেভাবে বাড়ছে না, বরং নতুন বাজেটে যে বিপুল আর্থের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে, সেটা মেটাতেই সরকারকে দেশে-বিদেশে ঋণের দিকে ঝুঁকতে হবে,, বলেন অর্থনীতিবিদ ড. মাহফুজ কবীর। এক্ষেত্রে বিদেশি সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ঘাটতি পূরণ করতে হলে অর্থনীতি বাড়তি চাপ সৃষ্টি হবে বলে মনে করেন তিনি। "আবার দেশি ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ নিলে সেখানে তারল্য সংকট দেখা দিবে, সেটাও আরেক সমস্যা,, বলেন মি. কবীর।

সরকার কী বলছে?

দেশে চলমান অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে নতুন পে-স্কেল বাস্তবায়ন যে চ্যালেঞ্জিং হবে, বিএনপি সরকারও সেটা স্বীকার করছে। তারপরও ঝুঁকি বিবেচনায় রেখেই তারা নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করতে চান বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। "ইশতাহারে বলা হয়েছে যে, যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা হবে এবং সেই অনুযায়ীই একটা রিভিউ করা হয়েছে,, সম্প্রতি বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. তিতুমীর। এক্ষেত্রে বেতন-ভাতা একবারে না বাড়িয়ে সেটি ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছে সরকার। "আমরা কয়েকটা ধাপে এটা করবো, প্রথমেই বেতন বা বেসিকটা বাড়ানো হবে,, বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. তিতুমীর। আর আগে, গত জুনে সংসদে দেওয়া বাজেট বক্তব্যে নতুন অর্থবছরের শুরু থেকেই সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন পে-স্কেল কয়েক ধাপে বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন অর্থমন্ত্রী। "সরকারি কর্মচারীরা বিগত প্রায় ১১ বছর যাবৎ একই বেতন কাঠামোতে বেতন-ভাতা পাচ্ছেন। ইতোমধ্যে মূল্যস্ফীতিজনিত কারণে জীবনযাত্রার ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা সরকারি কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন কাঠামো আগামী পহেলা জুলাই ২০২৬ হতে ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করার ঘোষণা দিচ্ছি,, সংসদে বলেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। পে-স্কেল পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশে প্রথম দুই অর্থবছরে মূল বেতন ৫০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি এবং তৃতীয় বছরে ভাতা কার্যকরের কথা বলা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সরকার মনে করে, এভাবে ধাপে ধাপে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির ফলে অর্থনীতির ওপর তুলনামূলকভাবে চাপ কম পড়বে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

টানা বৃষ্টি নিয়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে কী বলা হচ্ছে?

মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ক,দিন ধরেই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হচ্ছে। নদ-নদীর পানি বেড়ে অনেক জায়গায় আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে, ঘটেছে পাহাড় ধসের ঘটনাও। টানা ভারী বৃষ্টিতে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্বত্য জেলার অনেক এলাকায় জলাবদ্ধতা তৈরি হওয়ায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে। পাশাপাশি বেড়েছে পাহাড় ধসের শঙ্কাও। চট্টগ্রাম, বান্দরবান ও কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকায় গত তিনদিনে বেশ কয়েকটি পাহাড় ধসের ঘটনায় অন্তত ২৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া ভারী বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা কিংবা নদীর পানি প্লাবিত হয়ে

অনেক এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলেও জানা গেছে। এমন প্রেক্ষাপটে টানা বৃষ্টির এই পরিস্থিতি আর কতদিন চলতে পারে আর বন্যার শঙ্কা কতটা, এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন অনেকেই। আবহাওয়া অফিস বলছে, বৃহস্পতিবারও চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে। এদিকে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভারতের ত্রিপুর, পশ্চিমবঙ্গ ও মেঘালয়ে আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন নদ-নদীর পানি আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র।

প্রতিষ্ঠানটির দেওয়া সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের ভেতরে গত ২৪ ঘণ্টায় চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। আর বাংলাদেশের উজানে ভারতের চেরাপুঞ্জিতে সব থেকে বেশি ২২৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ছয়টি নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলেও জানিয়েছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। এছাড়া দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বেশ কয়েকটি নদীর পানি বিপৎসীমার কাছাকাছি রয়েছে বলেও জানানো হয়।

টানা বৃষ্টি আর কতদিন?

তিনদিন ধরেই দেশের বিভিন্ন স্থানে হালকা থেকে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য তিন জেলাসহ দেশের কয়েকটি জেলায় টানা ভারী বৃষ্টি এবং নদীর পানি প্লাবিত হয়ে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে বলেও জানা গেছে। বৃহস্পতিবার সকালেও ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহসহ দেশের বেশিরভাগ জেলায় বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। আবহাওয়া অফিসের সবশেষ বার্তা অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের বেশিরভাগ জায়গায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও বেড়েছে। এই সময়ে চট্টগ্রামের আমবাগান স্টেশনে সব থেকে বেশি বৃষ্টিপাত ৩২৯ মিলিমিটার রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া কুতুবদিয়ায় ৩০০ মিলিমিটার, চট্টগ্রামে ২৪৯ মিলিমিটার, বান্দরবানে ২৩৫ মিলিমিটার, রাঙামাটিতে ১৩০ মিলিমিটার, তেতুঁলিয়ায় ১২২ মিলিমিটার, গোপালগঞ্জে ১৪২ মিলিমিটার, কক্সবাজারে ১২৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। আবহাওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত এখনও বহাল রাখা হয়েছে। আবহাওয়া অফিস বলছে, বাংলাদেশের ওপর এখনো মৌসুমি বায়ু সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে এটি প্রবল অবস্থায় রয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আরও অন্তত দুইদিন টানা বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। সবশেষ আবহাওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, শুক্রবারেও ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রামসহ দেশের অন্তত ছয়টি বিভাগে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে পরবর্তী পাঁচদিনের বর্ধিত আবহাওয়া পূর্বাভাসে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা কমতে পারে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

বাড়ছে নদ-নদীর পানি

দেশজুড়ে টানা বৃষ্টি এবং উজানে ভারতের বিভিন্ন পয়েন্টে ভারী বৃষ্টির কারণে বাংলাদেশে নদ-নদীর পানি বাড়ছে। এর ফলে দেশের বেশ কিছু নদী তীরবর্তী নিচু এলাকায় এরই মধ্যে সাময়িক বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা পর্যন্ত দেশের অন্তত ৬টি নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে জানিয়েছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। পার্বত্য জেলা বান্দরবানের সাঙ্গু ও মাতামুহুরি নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সাঙ্গু নদীর পানি বান্দরবান পয়েন্টে ১৪২ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে এবং চট্টগ্রামের দোহাজারি পয়েন্টে ১৪ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আর মাতামুহুরী নদীর পানি বান্দরবানের লামা পয়েন্টে ১৫৪ সেন্টিমিটার এবং কক্সবাজারের চিরিঙ্গা পয়েন্টে ৪৯ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে জানিয়েছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। এছাড়া দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চারটি জেলায় নদ-নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। সুনামগঞ্জের মারকুলি পয়েন্টে বিপৎসীমার ১১ সেন্টিমিটার ওপরে রয়েছে কুশিয়ারা নদীর পানি। আর মনু নদীর পানি মনু রেল-ব্রিজ পয়েন্টে ৫৫ সেন্টিমিটার এবং মৌলভীবাজার পয়েন্টে ৫৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ধলাই ও খোয়াই নদীর পানিও বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। যার ফলে মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জের নদী তীরবর্তী নিচু এলাকায় এরই মধ্যে পানি উঠেছে বলে জানা গেছে। ধলাই নদীর পানি মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ পয়েন্টে ৩৩ সেন্টিমিটার এবং খোয়াই নদীর পানি হবিগঞ্জের বল্লা পয়েন্টে ২২০ সেন্টিমিটার ও হবিগঞ্জ পয়েন্টে ১১৫ সেন্টিমিটার বিপৎসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে এসব জেলার নদী তীরবর্তী বিভিন্ন এলাকায় পানি প্রবেশ করেছে, যা আগামী ২৪ ঘণ্টায় আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী সর্দার উদয় রায়হান। তিনি বলছেন, উজানে ভারতে আসাম, ত্রিপুরাসহ বিভিন্ন জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের শঙ্কা থাকায় আগামী ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশের নদীগুলোতে পানি আরও বাড়তে পারে। দেশের উত্তরাঞ্চলে তিস্তা অববাহিকায় নদীর পানি বিপৎসীমার কাছাকাছি রয়েছে বলেও জানান মি. রায়হান, যা আগামী

২৪ ঘণ্টায় আরও বেড়ে সাময়িক বন্যা পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে বলেও জানান তিনি। তিস্তা নদী নীলফামারীর ডালিয়া, লালমনিরহাটের কাউনিয়া ও গাইবান্ধার তারাপুর পয়েন্টে বিপৎসীমার কাছাকাছি দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়া, কুশিয়ারা নদী সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের শেরপুর পয়েন্টে এবং সোমেশ্বরী নদী নেত্রকোনার কলমাকান্দা ও সুনামগঞ্জের লরেরগড় পয়েন্টে সতর্ক সীমায় প্রবাহিত হচ্ছে বলেও জানিয়েছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

বৃষ্টি-পাহাড়ধসে বিপর্যস্ত পার্বত্য অঞ্চল, সাজেকে আটকে আছে কয়েকশ পর্যটক

গাড়িতে করে নেওয়া হবে মাচালং বাজারে, সেখান থেকে পার হতে হবে নৌকায়। পরে বাঘাইহাট, গবাখালি ও দিঘিনালা বাজারেও তিন দফায় নৌকায় উঠতে হবে। অর্থাৎ কিছু পথ গাড়িতে আর কিছু পথ নৌকায় পার হয়ে খাগড়াছড়ি যেতে হবে। টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে রাস্তায় পানি উঠে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায়, পর্যটন স্পট সাজেকে আটকে পড়া পাঁচশ পর্যটককে এভাবেই কয়েক দফায় সেখান থেকে উদ্ধারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে সেনাবাহিনীর সহায়তায় প্রথম দফায় একশজনের মতো পর্যটক সাজেক থেকে রওয়ানা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানা যায়। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সাজেকে তিনদিন ধরে আটকে থাকা পর্যটক এবং সেখানে থাকা স্থানীয়রা কী পরিস্থিতিতে আছেন, এ বিষয়ে স্থানীয় রিসোর্ট মালিক এবং আটকে পড়া পর্যটকদের সঙ্গে কথা হয়েছে বিবিসি বাংলার। এদিকে টানা বৃষ্টিতে পার্বত্য জেলা রাঙামাটিতে অন্তত ৩৭টি স্থানে পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে পরিস্থিতি অবনতির শঙ্কায় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে বলেও জানা গেছে। পাহাড় ধসের কারণে রাঙামাটির সঙ্গে চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ির সড়ক পথে যোগাযোগ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে বলে জানিয়েছেন, স্থানীয় বাসিন্দা এবং গণমাধ্যম কর্মীদের অনেকে। "সড়কের বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়ের মাটি কম বেশি ধসে পড়েছে। তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়ে সড়ক যোগাযোগ ঠিক রাখার চেষ্টা করছে প্রশাসন, তবে যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে বড়ো ধস হয় কিনা, এমন শঙ্কা রয়েছে„ বিবিসি বাংলাকে জানান স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মী ফাতেমা জান্নাত মুমু।

এদিকে টানা ভারী বৃষ্টিতে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং পার্বত্য তিন জেলায় পাহাড় ধসে তিনদিনে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। পাহাড় ধসে মৃত্যুর এসব ঘটনায় প্রশাসনের পদক্ষেপ নিয়ে নানা প্রশ্ন সামনে আসছে। যদিও এমন ঘটনা এড়াতে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি শুরুর আগে থেকেই নানা তৎপরতা চালানো হয়েছিল বলে জানিয়েছে প্রশাসন। তারা বলছে, স্থানীয় পর্যায়ে বৈঠক, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে মানুষকে সরে যেতে মাইকিং করাসহ নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। এদিকে, অব্যাহত ভারী বৃষ্টির কারণে চট্টগ্রামের ষোলশহরে রেল লাইন পানিতে তলিয়ে থাকায়, এখনও পর্যটন নগরী কক্সবাজারের সঙ্গে রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

রাঙামাটিতে বেড়েছে পাহাড়ধস

তিনদিনের ভারী বৃষ্টিতে পার্বত্য জেলা রাঙামাটিতে পাহাড়ধসের সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ির সঙ্গে সড়কে বেশকিছু ছোট পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। এসব ঘটনায় এখনও কোনো হতাহতের খবর পাওয়া না গেলেও, রাঙামাটির সঙ্গে সড়কপথে বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলার যোগাযোগ বন্ধ হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মী ফাতেমা জান্নাত মুমু। তিনি বলছেন, গত দুইদিনের তুলনায় বৃহস্পতিবার রাঙামাটিতে বৃষ্টির দাপট অনেকটাই বেড়েছে। মুষলধারে বৃষ্টি, নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি এবং পাহাড়ি ঢলের কারণে জেলার বিভিন্ন নিচু এলাকায় পানি ঢুকতে শুরু করেছে। আবহাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী, রাঙামাটিতে বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ১৩০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এদিকে, জেলা প্রশাসন আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত প্রায় আটশজনকে আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়ার কথা জানালেও পরিস্থিতি অবনতি হওয়ায় দ্রুতই সেই সংখ্যা বাড়ছে বলে জানা গেছে। "এখন পর্যন্ত চার হাজারের বেশি মানুষ বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্রে উঠেছেন। বৃষ্টি এভাবে চলতে থাকলে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে„ বলে জানান মিজ মুমু। এদিকে, রাঙামাটি সদর উপজেলার মগবান ইউনিয়নে নদী পারাপারের সময় ভেসে যাওয়া দলমনি চাকমা নামে এক ব্যক্তির মরদেহ বৃহস্পতিবার উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে রাঙামাটি জেলা প্রশাসন। এছাড়া, বাঘাইছড়ি-মারিশ্যা-দিঘীনালা সড়কের তিন কিলোমিটার এলাকায় রাস্তা ধসে যাওয়ায় যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে বলেও জানানো হয়। ১১৪টি আশ্রয়কেন্দ্র শুকনো খাবার এবং প্রয়োজনীয় ঔষধসহ প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাঙামাটির জেলা প্রশাসক নাজমা আশরাফী। "সাজেকে যাওয়ার পথে সড়ক ধসে গেছে, পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে নৌকা দিয়ে পর্যটকদের সাজেক থেকে উদ্ধার করা হবে„ বলেও জানান তিনি।

সাজেকে আটকে আছেন পর্যটকরা

টানা বৃষ্টি এবং পাহাড়ি ঢলে দেশের পার্বত্য তিন জেলার নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে পাহাড়ি এলাকার বিভিন্ন সড়ক তলিয়ে গেছে। এমন প্রেক্ষাপটে অন্তত চারটি পয়েন্টে সড়ক পানিতে ডুবে যাওয়ায় পর্যটন স্পট সাজেকের সঙ্গে সড়ক পথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এতে সেখানে আটকে পড়েছেন অন্তত পাঁচশজন পর্যটক। সাজেকে আটকে পড়া

পর্যটক ফেনীর বাসিন্দা নাইমুল হাসান বিবিসি বাংলাকে জানান, "চারদিন আগে সাজেক ঘুরতে আসছিলাম, এখন আর বের হতে পারছি না। এখন পর্যন্ত থাকা কিংবা খাবার নিয়ে সমস্যা হয়নি। তবে এভাবে চলতে থাকলে কী হবে, টেনশন হচ্ছে।„ পাহাড়ি এলাকায় মুষলধারে বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় নদ-নদীর পানি বাড়ছে বলে জানা গেছে। সাজেকের রিসোর্ট মালিক মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব বলছেন, "যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে বন্যা পরিস্থিতি খারাপের দিকে যেতে পারে বলেই মনে হচ্ছে।„ তিনি বলেন, জরুরি প্রয়োজন রয়েছে এমন পর্যটকদের সেনাবাহিনীর সহায়তায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে সবাইকে একসাথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। "কেউ যদি যেতে না চান বা যেতে না পারেন, সে এখানেই থাকতে পারবেন। দুর্যোগ শুরু হওয়ার পর যে-সব পর্যটক আটকে গেছেন, তাদের কাছ থেকে থাকা বাবদ কোনো ভাড়া না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রিসোর্ট মালিক সমিতি,„ বিবিসি বাংলাকে জানান তিনি। তবে দুর্গম পাহাড়ি এলাকা এবং সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় সাজেকে খাবার পানির সংকট তৈরি হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে বলেও জানান মি. ওয়াহাব। "খাবার এবং পানির সরবরাহ এখন পর্যন্ত ঠিক আছে, অন্তত সাতদিন পর্যন্ত কোনো সমস্যা হবে না- তবে পরিস্থিতি এরকম চলতে থাকলে ভিন্ন কিছু ভাবতে হবে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। এদিকে, সাজেকে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধারের জন্য প্রশাসন চেষ্টা চালাচ্ছে বলে জানিয়েছেন খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মো. আনোয়ার সাদাত। "দিঘীনালা থেকে প্রায় আধা কিলোমিটার রাস্তা পানিতে নিমজ্জিত, তিন থেকে চার ফুট পানি রয়েছে। সেনাবাহিনী, ফায়ার সার্ভিস, রেডক্রিসেন্ট এবং সিভিল প্রশাসনের সবাই তৎপর আছে, পর্যটকদের উদ্ধারে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি।

পাহাড়ধসে মৃত্যু বাড়ছে

টানা ভারী বৃষ্টিতে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্বত্য জেলাগুলোতে পাহাড়ধসে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। গত তিনদিনে জেলাগুলোতে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। বুধবার পাহাড় ধসে কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আটজন এবং চট্টগ্রামে তিনজনের মৃত্যুর পর, বৃহস্পতিবারও বান্দরবানের লামা উপজেলায় পৃথক দুটি পাহাড় ধসের ঘটনায় শিশুসহ পাঁচজন এবং কক্সবাজারের চকোরিয়ায় দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনদিনের ব্যবধানে পাহাড়ধসের ঘটনায় এত মানুষের মৃত্যু নানা আলোচনার জন্ম দিয়েছে। পাহাড়ের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারীদের সময়মতো কেন সরানো হলো না- এমন প্রশ্নও তুলেছেন কেউ কেউ। পাহাড়ধসে হতাহতের ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগেই নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেছেন এসব জেলার প্রশাসকরা। তারা বলছেন, ভারী বৃষ্টি এবং পাহাড় ধস হতে পারে এমন পূর্বাভাস পাওয়ার পর থেকেই পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করতে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। বান্দরবানের জেলা প্রশাসক মো. সানিউল ফেরদৌস বিবিসি বাংলাকে জানান, মানুষকে সচেতন করা, মাইকিং করে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে সরে যাওয়ার অনুরোধ জানানোসহ নানা পদক্ষেপ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা বসতভিটা ছেড়ে আশ্রয়কেন্দ্র উঠতে রাজি হন না বলেই এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে বলে দাবি করেন তিনি। "আমাদের ২২০টা আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত আছে, সবাইকে অ্যালার্ট করা হয়েছে, লিখিত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে কিন্তু অনেক নৃ-গোষ্ঠীগত এলাকার মানুষের বসবাস যেহেতু পাহাড়ের ঢালে, আপনি চাইলেও তাদেরকে সমতলে আনতে পারবেন না,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। পাহাড়ের ঢালে বা পাদদেশে বসবাস করা অনেককে আশ্রয়কেন্দ্রে আনতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় বলপ্রয়োগ করেও অতীতে অনেক সময় কাজ হয়নি বলে জানান, কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মো. আ. মান্নান। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "আমরা মাইকিং করছি, মানুষকে জানাচ্ছি, প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করা হবে। কিন্তু অনেকে দেখা গেছে, দিনের বেলায় আশ্রয়কেন্দ্রে আসছে আবার রাতে বাড়িতে চলে গেছে, তাকে তো আমি বেঁধে রাখতে পারবো না,„ বলেন তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৭.২০২৬ নারগীস)

আর্জেন্টিনা-মিসরের ম্যাচে পক্ষপাতের অভিযোগ নিয়ে থানায় নোয়াখালীর তরুণ

বিশ্বকাপ ফুটবলের আর্জেন্টিনা-মিশরের ম্যাচে রেফারিংয়ে পক্ষপাতের অভিযোগ তুলে ফিফার সভাপতি ও ম্যাচ রেফারির বিরুদ্ধে নোয়াখালীর সুধারাম মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ নিয়ে গিয়েছিলেন এক তরুণ। তবে এ ধরনের অভিযোগের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার আইনগত এখতিয়ার না থাকার কথা বলে থানা পুলিশ তা গ্রহণ করেনি। অভিযোগকারী তরুণ ম্যাচটিতে পূর্বপরিকল্পিত জালিয়াতি ও কোটি কোটি মানুষের আবেগ নিয়ে খেলার অভিযোগ তুলে পাঁচ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণও দাবি করেছিলেন। অভিযোগকারী মো. রাকিব নোয়াখালী সদর উপজেলার মান্দারতলী গ্রামের বাসিন্দা। বুধবার রাতে তিনি সুধারাম মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হন। তবে পুলিশ জানিয়েছে, এ বিষয়ে তাদের আইনগত এখতিয়ার নেই। তাই অভিযোগ জমা না দিয়েই তাকে ফিরে যেতে হয়েছে। অভিযোগে রাকিব দাবি করেন, গত মঙ্গলবার রাতে তিনি স্থানীয় করমুল্যা বাজারে আরও অনেকের সঙ্গে বড়ো পর্দায় আর্জেন্টিনা ও মিশরের মধ্যকার বিশ্বকাপ ফুটবলের ম্যাচটি দেখছিলেন। ম্যাচে রেফারি ইচ্ছাকৃতভাবে একটি দলকে সুবিধা দিয়েছেন এবং এতে তার প্রিয় দল মিশর পরাজিত হয়েছে। তিনি ফিফার সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো, ম্যাচ রেফারি ফ্রাঁসোয়া লেতেক্সিয়েরসহ ১৫ থেকে ২০ জনের বিরুদ্ধে ম্যাচে অনিয়মের অভিযোগ আনেন। রাকিবের

অভিযোগ, ম্যাচে অন্যায্য পেনাল্টি দেওয়া, বৈধ গোল বাতিল করা এবং মিশরের খেলোয়াড় ও কোচের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে ফলাফল প্রভাবিত করা হয়েছে। সুধারাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম বলেন, ওই তরুণের অভিযোগ নিয়ে আসার বিষয়টি সত্য। তবে এ ধরনের বিষয়ে স্থানীয় থানার আইনগত এখতিয়ার নেই। অভিযোগকারীকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলা হয়েছে এবং অভিযোগ না নিয়েই ফেরত পাঠানো হয়েছে। এছাড়া প্রয়োজন হলে আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মো. রাকিব বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, পুলিশ অভিযোগটি মামলা হিসেবে না নেওয়ায় তিনি এখন একই অভিযোগ নিয়ে আদালতে যাবেন এবং ইতোমধ্যে তিনি এ নিয়ে উকিলের সঙ্গে কথাও বলেছেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

দুইদিনে ইরানে ১৭০টি লক্ষ্যবস্তুতে হামলার দাবি যুক্তরাষ্ট্রের, ১৪ জন নিহত

ইরানে গত দুইদিনে প্রায় ১৭০টি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার তথ্য জানিয়েছে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম)। মঙ্গলবার রাতে ৮০টি এবং বুধবার রাতে আরো ৯০টি টার্গেটে হামলার তথ্য জানিয়েছে তারা। এদিকে, ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সর্বশেষ এই সংঘাতে ১৪ জন নিহত হয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ বিভাগের প্রধান হোসেইন কেরমানপুর বলেছেন, ৮ ও ৯ জুলাই ইরানের পাঁচটি প্রদেশে চালানো মার্কিন হামলায় আরও ৭৮ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ৪৭ জন এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এদিকে, ইরানের দক্ষিণাঞ্চলের একটি জেলা ইরানশাহরের গভর্নর রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বিমানবন্দরের একটি ভবনে মার্কিন হামলায় একজন নিহত হয়েছেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইরানে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির দাফন আজ

ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির জানাজা ও দাফন অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত পর্ব আজ তার নিজ শহর মাশহাদে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। জানাজার দায়িত্ব তদারক করা দপ্তর জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় নিহত খামেনি ও তার পরিবারের অন্য সদস্যদের মরদেহ বহনকারী বিমানটি ইরাক থেকে মাশহাদের হাশেমিনেজাদ বিমানবন্দরে পৌঁছেছে। গত শুক্রবার আলী খামেনির জানাজা কার্যক্রম শুরু হয়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েরে হামলার প্রথম দিনেই আলী খামেনি তার নিজ বাসভবনে নিহত হন। চার মাসের বেশি সময় পর তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের সঙ্গে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর টেলিফোন আলাপ, 'আত্মরক্ষায় প্রস্তুত ইরান'

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। এ সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক বক্তব্যের নিন্দা জানিয়ে বলেন, এগুলো চুক্তি ভঙ্গের স্পষ্ট ইঙ্গিত এবং ওয়াশিংটনের যুদ্ধমুখী নীতির ধারাবাহিকতা। ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের হামলাকে "জাতিসংঘ সনদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন„ এবং "ইসলামাবাদ সমঝোতা স্মারকের শর্ত লঙ্ঘন„ বলে উল্লেখ করেন আরাঘচি। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফোনালাপে আরাঘচি পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর "যে-কোনো বেপরোয়া পদক্ষেপ„ সম্পর্কে সতর্ক করেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তানের সেনাপ্রধানকে আরাঘচি আরও জানান, যুক্তরাষ্ট্রের হামলা অব্যাহত থাকলে ইরান তার আত্মরক্ষার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

বুশেহর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে মার্কিন হামলা, দাবি ইরানের

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে ইরানের বুশেহর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছে ইরানের রাষ্ট্র-সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম প্রদেশটির এক উপ-গভর্নরের বরাতে গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র বিদ্যুৎকেন্দ্রটির সীমানায় আঘাত হেনেছে। তবে এ হামলার বিষয়ে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র কোনো মন্তব্য করেনি। এর আগে, গত কয়েক ঘণ্টায় জর্ডানের আকাশে ইরানের ছোড়া কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করা হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

রেডিও তেহরান

মাশহাদে শহিদ নেতার জানাজার সময় পরিবর্তন : যোগ দিচ্ছেন ৪,৭০০ বিদেশি অতিথি

ইসলামী বিপ্লবের শহিদ নেতা সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর জানাজা ও দাফন প্রক্রিয়া কমিটির সেক্রেটারি জানিয়েছেন, ইরাকে বিদায় অনুষ্ঠানে অভুতপূর্ব জনস্রোত ও ভিড়ের কারণে জাতীয় কমিটির পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিতে কিছুটা বিলম্ব ঘটেছে। ইরানের জাতীয় সম্প্রচার সংস্থার (আইআরআইবি) বরাত দিয়ে পার্স টুডে জানিয়েছে, শহিদ নেতার জানাজা ও দাফন প্রক্রিয়া কমিটির সেক্রেটারি আলী আকবর পুরজামশিদিয়ান বলেছেন, "ইরাকের জনগণ নাজাফ আশরাফ এবং কারবালা-এ-মোয়াল্লায় শহিদ নেতার জানাজা ও শেষ বিদায় অনুষ্ঠানে লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে এক ঐতিহাসিক গণজাগরণের সৃষ্টি করেছে। এই বিশাল জনসমাগমের কারণে সৃষ্ট ভিড়ে আমাদের জাতীয় কমিটির বিদায় ও

দাফন অনুষ্ঠানের মূল সূচিতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে।„ পুরজামশিদিয়ান আরও যোগ করেন, ”মাশহাদ পবিত্র নগরীর জানাজা কমিটির পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা ও কষ্ট লাঘব করতে আমরা একটি নতুন সময় নির্ধারণ করেছি। যেহেতু শহিদ নেতার পবিত্র কফিন এবং তার সম্মানিত শহিদ পরিবারের সদস্যদের মাশহাদ পৌঁছাতে দেরি হতে পারে, তাই বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা বা ৮টায় যে অনুষ্ঠানটি শুরু হওয়ার কথা ছিল, তা এখন ২টায় শুরু হবে।„ এদিকে, রাজাভি খোরাসান প্রদেশের জানাজা ও দাফন প্রক্রিয়া কমিটির মুখপাত্র জানিয়েছেন, ঐতিহাসিক এই জানাজা ও দাফন অংশ নিতে ইতোমধ্যে বিশ্বের ২৭টি দেশ থেকে ৪,৭০০ জনেরও বেশি বিদেশি অতিথি ও প্রতিনিধি পবিত্র মাশহাদ নগরীতে এসে পৌঁছেছেন। (রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৯.০৭.২০২৬ নারগীস)

কুয়েত ও বাহরাইনে মার্কিন ঘাঁটিতে পাল্টা হামলা চালিয়েছে আইআরজিসি

ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং আগ্রাসনের জবাবে কুয়েত ও বাহরাইনে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ও স্থাপনাগুলোতে সফল আঘাত হানা হয়েছে। আজ (বৃহস্পতিবার) ভোরে ইরানি বার্তা সংস্থা ইরনা আইআরজিসির এই বিবৃতিটি প্রকাশ করে। বিবৃতিতে আইআরজিসি জানায়, ”ইরান ও ইরাকের জনগণের সাম্প্রতিক শোকানুষ্ঠান ও বিশাল জনসমাগম বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামী নেতৃত্বের প্রতি জনগণের আনুগত্য ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। এই ঘটনাগুলো যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্বিগ্ন করে তোলে এবং এরপর যুক্তরাষ্ট্র ইরানের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় কয়েকটি এলাকায় এবং পূর্বাঞ্চলের দুটি সেতুতে হামলা চালায়। এসব হামলার উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রতি আন্তর্জাতিক মনোযোগ সরিয়ে দেওয়া।„ আইআরজিসি সতর্ক করে দিয়ে বলে, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হামলার জবাব দেওয়া হবে এবং তা অমীমাংসিত থাকবে না।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৯.০৭.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

মার্কিন বিমানবাহী রণতরীতে ‘ইসলামি প্রজাতন্ত্র জাপান, গুলি চালিয়েছে : ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তুরস্কে দেওয়া সাম্প্রতিক মন্তব্যগুলো ভুলত্রুটিতে ভরা ছিল। বুধবার আঙ্কারায় ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির পাশে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেন, দুই মাস আগে আরব সাগরে ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন বিমানবাহী রণতরীকে লক্ষ্য করে ”ইসলামি প্রজাতন্ত্র জাপান ১১১টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল।„ তিনি বলেন, প্রায় এক ঘণ্টা ধরে জাহাজটিকে লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট সম্ভবত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান বলতে চেয়েছিলেন। এছাড়া, জেলেনস্কির দিকে ইশারা করে ট্রাম্প সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসা করেন, ”প্রেসিডেন্ট পুতিনের কাছে আপনাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে?„ তিনি ভুল করে ইউক্রেনীয় নেতাকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলে উল্লেখ করেছেন। গত মাসে ট্রাম্পের বয়স ৮০ বছর পূর্ণ হয়েছে। তার জন্মদিনের আগে হোয়াইট হাউস প্রেসিডেন্টের চিকিৎসকের একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে, যেখানে জানানো হয় যে ট্রাম্পের স্বাস্থ্য ও সার্বিক শারীরিক কর্মক্ষমতা চমৎকার রয়েছে।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৯.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

শিশুদের মৃত্যুর পর রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপদ স্থানে সরানোর উদ্যোগ

গত কয়েক দিনে ভূমিধসে অন্তত ১৩ জনের মৃত্যুর পর আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির কর্তৃপক্ষ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরানোর উদ্যোগ নিয়েছে। গতকাল কক্সবাজারের একটি ক্যাম্পে প্রবল মৌসুমি বৃষ্টির কারণে ভূমিধস হওয়ায় একটি মাদ্রাসার একাংশে মাটি ধসে পড়ে। তাতে অন্তত পাঁচজন শিশু প্রাণ হারায় বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এপি। এর আগে, সাত শিশু শিক্ষার্থী ও এক শিক্ষকসহ মোট আটজনের মৃত্যুর খবর জানিয়েছিল বার্তা সংস্থা এএফপি। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপদ স্থানে সরানোর উদ্যোগ সফল করতে আজ লাউড স্পিকারে শরণার্থীদের এ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানানো হয়। স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিটি নেতাদের একটি নেটওয়ার্কও এ কাজে সক্রিয় রয়েছে।(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৯.০৭.২০২৬ রনি)

বাংলাদেশে হামের প্রাদুর্ভাব; মৃত্যু বেড়ে ৭৪৭

হামের উপসর্গ নিয়ে সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে আরো দুই শিশু মারা গেছে। এর ফলে, গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গে মারা গেছে মোট ৬৫৪ জন শিশু। আর নিশ্চিত হামে মৃত্যু হয়েছে ৯৩ জন শিশুর। সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা ৭৪৭। আজ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক নিয়মিত প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত সময়ে শিশুমৃত্যুর ঘটনাগুলো ঘটে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদন বলছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে আরও ৮১৮ শিশুর শরীরে হামের উপসর্গ দেখা দেওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গ দেখা দেওয়া রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৮ হাজার ৯৯৮। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হামে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ১২৮। ১৫ মার্চ থেকে এ

পর্যন্ত দেশে মোট ১৩ হাজার ১৯৮ রোগীর শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে। ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৯২ হাজার ৩১ রোগী। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন ৮৮ হাজার ৪১৯ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, সর্বশেষ ২৪ ঘন্টায় নিশ্চিত হামে কেউ মারা যায়নি। হামের উপসর্গে যে দুই শিশু মারা গেছে, তাদের একজন ঢাকা বিভাগের। আরেকজন সিলেট বিভাগের।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজঃ ০৯.০৭.২০২৬ রনি)

সাউথ আফ্রিকায় ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে গুলিতে নিহত আরেক বাংলাদেশি

সাউথ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে নোয়াখালীর প্রবাসী আরেক ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার স্থানীয় সময় বেলা ৩টার দিকে শহরের একটি বিপণিবিতানে এ ঘটনা ঘটে। এর আগে, গত মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় সাউথ আফ্রিকার পোর্ট এলিজাবেথ শহরে বাড়ির গেটের সামনে মো. ইয়াছিন (৪০) নামের নোয়াখালীর আরেক প্রবাসীকে গুলি করা হয়। বুধবার জোহানেসবার্গে নিহত ব্যবসায়ীর নাম মো. বেলায়েত হোসেন (৪০)। তিনি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার মীর ওয়ারিশপুর গ্রামের বাসিন্দা। গুলির ঘটনা ডয়চে ভেরের কন্টেন্ট পার্টনার প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেন নিহত বেলায়েত হোসেনের প্রতিবেশী মো. হানিফ। তিনি বলেন, বুধবার স্থানীয় সময় বেলা ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। দুর্বৃত্তরা বেলায়েত হোসেনকে গুলি করে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই বেলায়েতের মৃত্যু হয়।(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজঃ ০৯.০৭.২০২৬ রনি)

বাংলাদেশের বান্দরবানে পাহাড় ধস, মৃত পাঁচ

পার্বত্য জেলা বান্দরবানের লামা উপজেলার একই এলাকায় পাহাড় ধসের পৃথক দুটি ঘটনায় দুই পরিবারের পাঁচজন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একটি পরিবারের স্বামী-স্ত্রী ও তাদের পাঁচ বছরের সন্তান এবং অন্য পরিবারের স্বামী-স্ত্রী রয়েছেন। জেলার পুলিশ সুপার মো. ওহাবুল ইসলাম খন্দকার বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, লামার একই এলাকায় পৃথক দুই পাহাড় ধসের ঘটনায় নিহত হয়েছেন শিশুসহ পাঁচজন। মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান। পুলিশ জানায়, প্রথম ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার ভোর আনুমানিক ৪টার দিকে লামা উপজেলার আজিজনগর ইউনিয়নের মিশনপাড়া (পাগলির ঝিরি) এলাকায়। ওই সময় পাহাড় ধসে মাটির নিচে চাপা পড়ে নিজ বসতঘরে ঘুমিয়ে থাকা একই পরিবারের তিন সদস্য নিহত হন। তারা হলেন- মো. ইউনুস (৪০), তার স্ত্রী রানু আক্তার (৩৫) ও তাদের ছেলে মো. সোলেমান (৫)। স্থানীয় বাসিন্দারা শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পরে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশের সদস্যদের সহায়তায় তিনজনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্র জানায়, এর প্রায় দেড় ঘণ্টা পর, ভোর আনুমানিক ৫টা ৪০ মিনিটে একই ইউনিয়নের মিশনপাড়া এলাকায় আরেকটি পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটে। এতে মাটি ও ঘরের দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে স্বামী-স্ত্রী মো. জুয়েল (৩৪) ও কুলছুমা আক্তার (২৫) নিহত হন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজঃ ০৯.০৭.২০২৬ রনি)

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা, গণভোট নিয়ে রায় বহাল সুপ্রিম কোর্টে

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলোপসহ বেশ কিছু বিষয় পরিবর্তন করে আনা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল খারিজ করে দিয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত। প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বিভাগ বৃহস্পতিবার সকালে এই রায় দেন। এর ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ও গণভোটের বিধান পুনর্বহাল-সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় বহাল রইল বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে তিনটি আপিল হয়। সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ চার ব্যক্তি একটি এবং নওগাঁর বাসিন্দা মো. মোফাজ্জল হোসেন পৃথক আপিল করেন। এ ছাড়া জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার একটি আপিল করেন। এক ব্রিফিংয়ে বুধবার অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেছিলেন, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে মূলত দেশের সংবিধানের আমূল পরিবর্তন করা হয়েছিল। এ পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের বাক্‌স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, আগামী দিনের অগ্রযাত্রা, দেশের অগ্রযাত্রা, গণতন্ত্রের অভিযাত্রা- সবকিছুই বাধাগ্রস্ত ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলোপসহ বেশ কিছু বিষয়ে পরিবর্তন এনে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী এনেছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। ২০১১ সালের ৩০ জুন পঞ্চদশ সংশোধনী আইন সংসদে পাস হয়। সংশোধনীতে সংবিধানে ৫৪টি ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছিল। অবৈধ ক্ষমতা দখল করলে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান, জাতির পিতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বীকৃতির পাশাপাশি সংবিধানে জাতীয় চার মূলনীতি- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনা হয়।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজঃ ০৯.০৭.২০২৬ রনি)

পাকিস্তানে নিখোঁজ বিমানের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল

পাকিস্তানে নিখোঁজ মালবাহী বিমানের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেলেন উদ্ধারকারীরা। বিমানটি নিখোঁজ হওয়ার ১২ ঘণ্টা পরে গভীর সমুদ্রে তারা এই ধ্বংসাবশেষ পেয়েছেন। বিমানে থাকা পাঁচজন কর্মীর খোঁজ চলছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

পাকিস্তানের নৌবাহিনী ও মেরিটাইম সিকিউরিটি এজেন্সি ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেতে আকাশপথে ও সমুদ্রে খোঁজ চালায়। এখনো তারা বিমানকর্মীদের খোঁজ চালাচ্ছে। আরব সাগরে ওমারা শহরের কাছে এই ধ্বসাবশেষ পাওয়া গেছে। এই বিমানটি পাকিস্তানের বেসরকারি কে২ এয়ারওয়েজ চালাতো। তারা জানিয়েছে, তারা পাকিস্তানের অসামরিক বিমান পরিবহণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করছে। যে পাঁচজন বিমানে ছিলেন, তার মধ্যে দুইজন পাইলট, দুইজন ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন সাপোর্ট স্টাফ। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ বলেছেন, তিনি বিমানকর্মীদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করছেন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৯.০৭.২০২৬ রনি)

ইরানে আরো তীব্র মার্কিন হামলা, বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণ

গত কয়েক দিনে ভূমিধসে অন্তত ১৩ জনের মৃত্যুর পর আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির কর্তৃপক্ষ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরানোর উদ্যোগ নিয়েছে। গতকাল কক্সবাজারের একটি ক্যাম্পে প্রবল মৌসুমি বৃষ্টির কারণে ভূমিধস হওয়ায় একটি মাদ্রাসার একাংশে মাটি ধসে পড়ে। তাতে অন্তত পাঁচজন শিশু প্রাণ হারায় বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এপি। এর আগে, সাত শিশু শিক্ষার্থী ও এক শিক্ষকসহ মোট আটজনের মৃত্যুর খবর জানিয়েছিল বার্তা সংস্থা এএফপি। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপদ স্থানে সরানোর উদ্যোগ সফল করতে আজ লাউড স্পিকারে শরণার্থীদের এ-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানানো হয়। স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিটি নেতাদের একটি নেটওয়ার্কও এ কাজে সক্রিয় রয়েছে।(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৯.০৭.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

প্রতি নবজাতকের জন্মে একটি গাছ লাগানোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

পবিত্র কোরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী সৃষ্টির যত্ন ও পরিচর্যার ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে মানবসমাজের সম্পর্ক গভীর ও অবিচ্ছেদ্য। তাই পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণকে শুধু আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ না রেখে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলে একটি করে গাছ লাগিয়ে সেই জন্ম উদ্‌যাপনেরও আহ্বান জানান তিনি। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা-২০২৬ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। 'বৃক্ষরোপণে সাজাই দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ'- এই প্রতিপাদ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা-২০২৬ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০২৬-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি জাতীয় পরিবেশ পদক-২০২৫, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জাতীয় পুরস্কার-২০২৬ এবং বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার-২০২৫ প্রদান করেন। একইসঙ্গে সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীদের মধ্যে লভ্যাংশের চেক বিতরণ করেন। বক্তব্যের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন, ”তিনিই সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, সব মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন।„ তিনি বলেন, নদী-নালা, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, বন্য ও গৃহপালিত প্রাণীসহ পরিবেশ-প্রতিবেশের সবকিছুই মানুষের জন্য উপকারী। তবে এসব সৃষ্টি থেকে উপকার পেতে হলে সেগুলোর যত্ন ও পরিচর্যা করা মানুষের দায়িত্ব।„
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরিতে সবাইকে নিয়ে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী

সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছেন, যেন সমাজে পিছিয়ে পড়া অবহেলিত শিশু-কিশোররাও দেশের মূল স্রোতোধারার সঙ্গে মিশে যেতে পারে। এজন্য দেশের শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত প্রকৃত সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলতে আগামী ৫০ বছরের জন্য দূরদর্শী মহাপরিকল্পনা তৈরি করার কথা বলেছেন। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) গাজীপুরের টঙ্গীতে প্রস্তাবিত ১০তলা বিশিষ্ট শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক)-এর অ্যাকাডেমিক কাম-ডরমেটরি ভবনের নির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। এসময় এসব কথা বলেন তিনি। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, এই শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোতে শিশুদের অপরাধী হিসেবে নয়, বরং সংশোধনের জন্য আনা হয়। তারা যেন চমৎকার ও উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে থেকে নিজেদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করার সুযোগ পায়। এসব শিশু যেন ভবিষ্যতে সমাজের সুস্থ ও স্বাভাবিক নাগরিক হিসেবে ফিরে আসতে পারে, সেজন্য কেন্দ্রের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। বর্তমানে কেন্দ্রটিতে ৭৬০ জন শিশু ও কিশোর অবস্থান করছে, যাদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি ক্ষুদ্র পরিসরে কৃষি কাজও শেখানো হচ্ছে। পরিদর্শন ও পর্যালোচনা সভায় মন্ত্রী কেন্দ্রের আধুনিকায়ন, শিশুদের নিরাপত্তা এবং পুষ্টি নিশ্চিতকরণে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেন। তিনি নির্মাণাধীন ভবনের নকশা পর্যালোচনাকালে প্রতিবন্ধী শিশুদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিশেষ `র‍্যাম্প, নির্মাণ, নতুন ভবনের ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপন এবং যে-কোনো ধরনের জরুরি অগ্নি-দুর্ঘটনা মোকাবিলায় ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করারও নির্দেশনা দেন। এছাড়া, শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা

সম্বলিত খেলার মাঠ তৈরি এবং শিশুরা যেন আনন্দের মধ্যদিয়ে সময় অতিবাহিত করতে পারে, এজন্য শিশুদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে নিয়মিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের তাগিদ দেন। একইসঙ্গে তিনি শিশুদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার প্রসারেও গুরুত্বারোপ করেন। শিশুদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে জোর দিয়ে অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন নির্দেশ দেন যে, শিশুদের সামনে কোনো অবস্থাতেই কোনো ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র (আনসার সদস্যদের) বা ভীতি ছড়াতে পারে- এমন জিনিসপত্র রাখা না হয়। কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশুরা যাতে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত উন্নত চিকিৎসা পায়, সে লক্ষ্যে কেন্দ্রকে নিকটস্থ হাসপাতালের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করাসহ বিদ্যমান চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নতির লক্ষ্যে চিকিৎসকদের সম্মানী বাড়ানোর পরামর্শ দেন। এছাড়া শিশুরা যেন কার্বো হাইড্রেট, প্রোটিন এবং ফ্যাট সমৃদ্ধ সুষম খাবার পায়, তা নিশ্চিত করতে তিনি কেন্দ্র প্রধানকে নির্দেশ দেন। প্রয়োজনে শিশুদের জন্য সরকার থেকে যে বরাদ্দ দেওয়া হয়, তা যেন বর্তমান বাজারের মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সভায় উপস্থিত সমাজকল্যাণ সচিবকে নির্দেশনা দেন মন্ত্রী। পর্যালোচনা সভায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ, সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ মোহাম্মদ মাহবুবসহ স্থানীয় প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ঢাকাকে বসবাসের যোগ্য শহর হিসেবে গড়ে তুলতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

ঢাকাকে বসবাসের যোগ্য শহর হিসেবে গড়ে তুলতে হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একইসঙ্গে তিনি পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা তৈরির উপরও জোর দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের বসবাসের অযোগ্য শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান তৃতীয়। এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসা খুবই জরুরি। সভ্য দেশ হয়েও যেভাবে যত্রতত্র কলকারখানা গড়ে তোলা হচ্ছে, তা কাম্য নয়। তিনি বলেন, দেশের বেশিরভাগ মানুষ পরিবেশ সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই মানুষের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। সরকারপ্রধান নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, কোন পরিবেশে কী ধরনের গাছ লাগানো উচিত, সে বিষয়েও সবাইকে সচেতন হতে হবে। ইউক্যালিপটাসের মতো ক্ষতিকর গাছ লাগানো থেকে বিরত থাকারও আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখায় তিন ব্যক্তি ও তিন প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় পরিবেশ পদক দেওয়া হয়। এছাড়া বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন ৭টি শ্রেণিতে মোট ২১ জন। গত সোমবার (৬ জুলাই) বসবাসের অযোগ্য ১৭৩টি শহরের তালিকা প্রকাশ করে বিশ্বের প্রভাবশালী সাময়িকী ইকোনমিস্ট গ্রুপের গবেষণা বিভাগ ইকোনমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ)। ওই তালিকা অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে বসবাসের অযোগ্য শহরের মধ্যে ঢাকার অবস্থান তৃতীয়। ২০২৫ সালেও ঢাকার অবস্থান একই ছিল। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

উত্তর-পূর্ব ভারতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশে

ভারতের বড়ো অংশজুড়ে সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। এর প্রভাবে আগামী শুক্রবারও (১০ জুলাই) দেশটির উত্তর, মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতের আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি)। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে এই অতিবৃষ্টির কারণে বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন নদীগুলোর পানি বৃদ্ধি ও বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কা রয়েছে। ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বজ্রপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর কারণে আগামী তিন থেকে চারদিন ভারত জুড়ে এই পরিস্থিতি বজায় থাকতে পারে। আইএমডি জানিয়েছে, উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে বৃষ্টির তীব্রতা আরও বাড়তে পারে। আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। এসব অঞ্চলের অনেক জায়গায় বজ্রপাত ও তীব্র বজ্রপাতের সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। আসাম ও মেঘালয়ের পাহাড়ি অঞ্চলে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নেমে এসে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট ও সুনামগঞ্জ এবং ত্রিপুরার বৃষ্টিতে পূর্বাঞ্চলের নদীগুলোর পানি বিপৎসীমা পার করতে পারে। ফলে বাংলাদেশের বন্যা পরিস্থিতির ওপর এর বড়ো প্রভাব পড়ার শঙ্কা রয়েছে। ভারতের রাজধানী দিল্লি ও এর আশপাশের এলাকায় আবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। দিল্লি, হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের জন্য ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আইএমডি। টানা বৃষ্টির কারণে শহরের নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতা তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি পাহাড়ি রাজ্য উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশেও ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে। উত্তরাখণ্ডে অতি ভারী বৃষ্টির কারণে ভূমিধসের শঙ্কা রয়েছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশেও বৃষ্টি ছড়াবে। বিহার রাজ্যেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যায় বজ্রপাতসহ ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন অংশেও অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। দক্ষিণের কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা ও তামিলনাড়ুর কিছু অংশেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, রাজস্থান

ও পাঞ্জাবের বাকি অংশে মৌসুমি বায়ু আগামী দুই-তিন দিনে পুরোপুরি ঢোকার জন্য পরিস্থিতি অনুকূলে রয়েছে। নিচু এলাকা ও বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

আগামী নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হবে : আইনমন্ত্রী

আগামী চতুর্দশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হবে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর ওপর হাইকোর্টের দেওয়া রায় আপিল বিভাগে বহাল রাখা নিয়ে বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ কথা বলেন। তবে নির্বাচনকালীন এ সরকার কোন প্রক্রিয়ায় এবং কাদের নিয়ে গঠিত হবে, তা রায় দেখলে বোঝা যাবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলোপসহ বেশকিছু বিষয় পরিবর্তন করে আনা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল রেখেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। এর ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ও গণভোটের অধিকার ফিরলো বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ ও নিয়মিত বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন। এরপরে যে জাতীয় নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচন কি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হবে? এটি কি আপনি নিশ্চিত করে বলতে পারছেন কি না? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে আইনমন্ত্রী বলেন, ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ। এটি আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। আপনারা জানেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিএনপির আন্দোলনের ফসল। কীভাবে? ৯১ সালে যে নির্বাচন হলো, সেই নির্বাচনের আগে বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে যে সংগ্রাম হয়েছিল, সেই সংগ্রামের ফসল ছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সেই কনসেপ্ট থেকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রক্রিয়ায় গিয়েছি। ”৯৬ সালে বিএনপি পার্লামেন্টে ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিল এনেছিল। এনে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংগঠনিক রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছিল।„ আইনমন্ত্রী আরও বলেন, বিএনপি এটির জন্য বিগত ১৬-১৭ বছর ধরে সংগ্রাম করেছে। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে `দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও, যে স্লোগান দিয়ে আমরা নিরন্তর সংগ্রামের পথে হেঁটেছিলাম, সেই পথে হাঁটার মুখ্য লক্ষ্য ছিল যে, `আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব,। সেই প্রক্রিয়ায় ফেরার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প কোনো পথ ছিল না। আমরা সেই জায়গায় রাজনৈতিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

শিল্প ভালো না হলে অর্থনীতি শক্তিশালী হবে না : অর্থমন্ত্রী

শিল্প ভালো না হলে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে না বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) আগারগাঁওয়ের এনবিআর ভবনে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) ও সৌদি আরব-বাংলাদেশ চেম্বারের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এ কথা বলেন। এসময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য পূরণে সরকার আশাবাদী আর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) `গিয়ার্ড আপ, বা পুরোপুরি প্রস্তুত। তিনি বলেন, দেশের শিল্পখাতকে শক্তিশালী করতে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা অব্যাহত থাকবে। শিল্প ভালো না হলে অর্থনীতি শক্তিশালী হবে না। তাই শিল্পের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে পর্যায়ক্রমে সমাধান করা হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, বিটিএমএ,র পক্ষ থেকে বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় বৈঠকেই সমাধান হয়েছে। আর যেগুলো বাকি রয়েছে, সেগুলো সরকার বিবেচনা করবে। আমরা চাই, আমাদের শিল্পগুলো ভালো করুক। অর্থনীতি দাঁড়াতে হলে শিল্পখাত ভালো করতে হবে। আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, আগামীদিনের প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান অনেকটাই শিল্পের ওপর নির্ভর করছে। তাই ব্যবসায়ীদের সমস্যা নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করতে হবে এবং সমাধানের চেষ্টা চলবে। তিনি বলেন, ব্যবসা সহজ করতে সরকার এরই মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ শিথিল (ডি-রেগুলেশন) করেছে। এরপরও যে-সব সমস্যা রয়েছে, সেগুলো নিয়েও আলোচনা চলছে এবং পর্যায়ক্রমে সমাধান করা হবে। এতে সৌদি আরবের সঙ্গে দক্ষতা উন্নয়ন, ব্যবসা সম্প্রসারণ ও বিকল্প অর্থায়নের সুযোগ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, সরকারের অর্থায়ন কাঠামো পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলছে। তাই বিকল্প অর্থায়নের নতুন উৎস খুঁজে দেখা হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে সৌদি আরবের সঙ্গে সহযোগিতার সম্ভাবনাও বিবেচনা করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশ-মিশর যৌথ মিডিয়া ফোরাম গঠনের প্রস্তাব

বাংলাদেশ ও মিশরের মধ্যে গণমাধ্যম খাতে সহযোগিতা আরও জোরদারের লক্ষ্যে দুই দেশের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই এবং বাংলাদেশ-মিশর যৌথ মিডিয়া ফোরাম গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মিশরের রাষ্ট্রদূত ওমর মোহি এলদিন আহমেদ ফাহমি। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রীর কার্যালয়ে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ প্রস্তাব দেন। সাক্ষাৎকালে তথ্যমন্ত্রী সরকারের মিডিয়া ব্যবস্থাপনায় গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ডিজিটাল যুগে ভুলতথ্য ও অপতথ্য মোকাবিলায় যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় তিনি বাংলাদেশ ও মিশরের মধ্যে গণমাধ্যম খাতে সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণে আগ্রহ

প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রদূত ওমর মোহি এলদিন আহমেদ ফাহমি বলেন, বাংলাদেশ ও মিশরের মধ্যে দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে চায় মিশর। তিনি দুই দেশের জনগণের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ বাড়ানোর উপরও গুরুত্বারোপ করেন। বৈঠকে উভয় পক্ষই বাংলাদেশ ও মিশরের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদারে গণমাধ্যমকে কার্যকর সেতুবন্ধ হিসেবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

আমি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বন্ধু না, বিএনপির সাধারণ একজন কর্মী : মীর শাহে আলম

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বলেছেন, ”আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বন্ধু না। আমি বিএনপির সাধারণ একজন কর্মী।„ বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) সচিবালয়ে গণমাধ্যম কেন্দ্রে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরাম (বিএসআরএফ) আয়োজিত ‘বিএসআরএফ সংলাপ,-এ প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ”কিছু কিছু নিউজে আসে, আমি মাঝখানে একটা সাক্ষাৎকারে বলেছি যে, তারেক রহমানের বন্ধু মীর শাহে আলম দুর্নীতি করবে, তারেক রহমানের বন্ধু মীর শাহে আলমের সম্পদ আটগুণ বাড়লো- এই যে কথাগুলো। তারেক রহমান; শ্রদ্ধেয় তারেক রহমান বড়ো হয়েছেন, পড়াশোনা করেছেন ঢাকা শহরে। আমার জন্ম, আমার বেড়ে ওঠা, আমার পড়াশোনা বগুড়া এবং শিবগঞ্জে। ওনার সঙ্গে আমার রাজনৈতিকভাবে সাক্ষাতই হয়েছে ৯৩-৯৪ সালে। আমি ছাত্রদলের সেক্রেটারি হওয়ার পরে, যখন উনি বগুড়ায় যাওয়া-আসা শুরু করলেন।„ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ”আমি আপনাদের মাধ্যমে আবারও বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করি যে, এই বিষয়টি কখনোই কেউ নোটিশে বা নজরে নিয়ে আসবেন না। কোনো কারণেই, কোনোভাবেই আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আমি বন্ধু না। আমি বিএনপির সাধারণ একজন কর্মী। বিএনপির কর্মী হিসেবে আমার বিভিন্ন সময় জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া বগুড়া জেলার দায়িত্ব পালন করার কারণে যেহেতু বগুড়া বাড়ি শ্রদ্ধেয় নেতা তারেক রহমানের, তার সঙ্গে বহুবার আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, দেখা হয়েছে, স্বাভাবিক কারণেই তিনি আমাদের স্নেহ করেন এবং বিভিন্ন সময় পরামর্শ দেন।„ মীর শাহে আলম আরও বলেন, ”বগুড়ার মানুষ হিসেবে এটুকু যোগাযোগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার আছে। তিনি আমাকে চেনেন, ব্যক্তিগতভাবে জানেন- এটুকুই তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। তার সঙ্গে আমার বয়সেরও অনেক তারতম্য। সব মিলিয়ে এই যে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেন যে, তারেক রহমানের বন্ধু মীর শাহে আলম, এটা করলো, এই জিনিসটা আমি এবং আমার পরিবার বা সমাজের অন্য মানুষ নিশ্চয়ই ভালোভাবে নেবেন না। অনুগ্রহপূর্বক এই জিনিসটা থেকে, এই বিষয়টা থেকে আপনারা একটু দূরে থাকবেন বা সবাইকে সজাগ করবেন, এটুকু আমি অনুরোধ করছি।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

খাগড়াছড়িতে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি, বন্ধ জেলার সব প্রাথমিক বিদ্যালয়

অব্যাহত ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে খাগড়াছড়িতে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। চেঙ্গী ও মাইনী নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলার বিভিন্ন নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। একের পর এক সড়ক পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় জেলার সঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এতে দীঘিনালা লংগদু ও দীঘিনালা সাজেক সড়কে সরাসরি যান চলাচল বন্ধ। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন সাজেকে অবস্থানরত পর্যটকেরা। গত দুইদিন ধরে প্রায় ৫ শতাধিক পর্যটক সেখানে আটকা পড়ে আছেন। সাজেক সড়কের কবাখালী, সীমানাছড়া, মাচালং বাজার ও বাঘাইহাট বাজার এলাকায় সড়কের ওপর দিয়ে প্রবল স্রোতে পানি প্রবাহিত হওয়ায় কোনো যানবাহন চলাচল করতে পারছে না। সড়কের পানি না নামলে আজও পর্যটকদের সাজেকেই অবস্থান করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন জানায়, চেঙ্গী নদীর পানি কিছুটা কমতে শুরু করলেও, মাইনী নদীর পানি এখনো অপরিবর্তিত রয়েছে। ফলে দীঘিনালা উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা এখনো জলাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। বন্যার কারণে উপজেলার ২০টি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় তিন হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। এছাড়া প্রায় আট হাজার মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন। টানা বর্ষণে পাহাড় ধসের ঝুঁকিতে রয়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার পরিবার। সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় জেলা প্রশাসন জেলার বিভিন্ন স্থানে ১৩৫টি আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রেখেছে। এদিকে, জেলার বিভিন্ন এলাকার পাড়া-মহল্লা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্লাবিত হওয়ায় বহু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বন্ধ এবং শিক্ষাকার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন, সেনাবাহিনী, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারীদের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি নদীর পানি বৃদ্ধি এবং পাহাড় ধসের আশঙ্কা থাকায় প্রয়োজন ছাড়া কাউকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

স্ত্রী হত্যার ১৪ বছর পর স্বামীর মৃত্যুদণ্ড

জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় স্ত্রীকে হত্যা মামলায় স্বামী মো. আনোয়ার হোসেনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১টায় জামালপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক মুহাম্মদ আব্দুর রহিম এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত মো. আনোয়ার হোসেন দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার সানন্দবাড়ী ইউনিয়নের লম্বাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। ট্রাইব্যুনালের

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) অ্যাডভোকেট মো. ফজলুল হক জানান, মামলার এজাহার, সাক্ষীদের জবানবন্দি, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন ও উপস্থাপিত অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রায় ৭-৮ বছর আগে ভিকটিম ইসমত আরার সঙ্গে আনোয়ার হোসেনের বিয়ে হয় এবং তাদের সংসারে একটি সন্তান জন্ম নেয়। ঘটনার আগের দিন ভিকটিমের ভাই তাকে বাবার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলে আসামি বাধা দেন এবং তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। তিনি আরও বলেন, ২০১২ সালের ১১ ডিসেম্বর রাত থেকে ১২ ডিসেম্বর ভোরের মধ্যে আনোয়ার হোসেন নিজ বাড়িতে ইসমত আরাকে গলা টিপে হত্যা করেন। পরে মরদেহ হুরমুজ আলীর বাড়ির সামনে ফেলে রেখে যান। খবর পেয়ে ভিকটিমের স্বজনরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেন। ঘটনার পরদিন ২০১২ সালের ১২ ডিসেম্বর নিহতের ভাই মজনু মিয়া দেওয়ানগঞ্জ থানায় বাদী হয়ে আনোয়ার হোসেনকে আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্ত, সাক্ষ্য-প্রমাণ ও আলামত পর্যালোচনা করে আদালত আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে মৃত্যুদণ্ড এবং ৫ লাখ টাকা জরিমানার আদেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্রপক্ষ এ রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

বাঁশখালীতে পানিবন্দি আট মাসের শিশুকে পাতিলে করে উদ্ধার, ভিডিও ভাইরাল

টানা বর্ষণ ও জলাবদ্ধতায় চট্টগ্রামের বাঁশখালীর বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়েছে। অনেক স্থানে হাঁটু থেকে কোমর সমান পানি জমে থাকায় পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন শত শত মানুষ। এমন পরিস্থিতিতে আট মাস বয়সি এক শিশুকে বড়ো একটি পাতিলে বসিয়ে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ২১ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা যায়, গলা সমান পানির মধ্যে টানানো একটি রশি ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিসের এক সদস্য। তার এক হাতে রশি, অন্য হাতে শিশুকে বসানো একটি বড়ো পাতিল। পাশে থাকা আরেক সদস্য শিশুটির গায়ে বৃষ্টির পানি না লাগার জন্য পাতিলের ওপর ছাতা ধরে হাঁটছেন। ব্যতিক্রমী এ উদ্ধার অভিযান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রশংসা কুড়িয়েছে। বাঁশখালী ফায়ার সার্ভিস স্টেশন সূত্র জানায়, বুধবার (৮ জুলাই) রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার চেচুরিয়া ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় কয়েকজন মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়ার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। পরে আট সদস্যের একটি উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে আট মাস বয়সি ওই শিশুসহ পাঁচ শিশু ও আট নারীকে নিরাপদে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়া হয়। পানির তীব্র স্রোত ও গভীরতার কারণে শিশুটিকে নিরাপদে বহনের জন্য বড়ো একটি পাতিল ব্যবহার করা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

বান্দরবানে পাহাড়ধসে বাবা-মা-সন্তানসহ নিহত ৫

বান্দরবানের লামায় পাহাড়ধসে একই পরিবারের তিনজনসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) ভোরে উপজেলার আজিজনগর ইউপির পাগলার ছড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- পাগলাছড়া এলাকার মৃত আদম আলীর ছেলে মো. ইউনুস (৪০), মো. ইউনুসের স্ত্রী রানু আক্তার (৩৫), তার ছেলে মো. সোলেমান (০৫), একই এলাকার মো. জুয়েল (৩৪) ও তার স্ত্রী কুলছুমা আক্তার (২৫)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে পাহাড়ের মাটি নরম হয়ে গেলে গভীর রাতে আজিজনগর ইউনিয়নের পাগলাছড়া এলাকায় পাহাড় ধসে পড়ে। এতে একই পরিবারের তিনজন নিহত হন। এছাড়াও একই এলাকায় পাহাড় ধসে বসতঘরের ওপর পড়ে স্বামী-স্ত্রী নিহত হন। পরে খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দা, ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ সদস্যরা উদ্ধার অভিযান চালিয়ে পাঁচজনের মরদেহ উদ্ধার করেন। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বান্দরবানের পুলিশ সুপার মো. ওহাবুল ইসলাম খন্দকার বলেন, পাহাড়ধসে লামার আজিজনগর এলাকায় একই পরিবারের তিনজনসহ ৫ জন নিহত হয়েছেন। ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ সদস্যদের সহযোগিতায় তাদের উদ্ধার করা হয়। এদিকে টানা বৃষ্টির কারণে লামাসহ বান্দরবানের বিভিন্ন এলাকায় পাহাড়ধসের ঝুঁকি বেড়েছে। নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হওয়ায় জনজীবন ও সড়ক যোগাযোগও ব্যাহত হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে সরে যাওয়ার আহ্বান জানানো হলেও অনেকেই এখনো অনাগ্রহী। এছাড়া টানা বৃষ্টির কারণে বিভিন্ন উপজেলার সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুৎ সংযোগ ও নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যোগাযোগ ব্যাহত হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

হাইকোর্টের রায় বহাল, ফিরলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ও গণভোট

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলোপসহ বেশকিছু বিষয় পরিবর্তন করে আনা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল রেখেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। এর ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ও গণভোটের অধিকার ফিরলো বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। নির্ধারিত দিনে বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ ও নিয়মিত বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন। এর আগে, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে করা আপিলের ওপর শুনানি শেষে বৃহস্পতিবার রায় ঘোষণার জন্য গতকাল বুধবার দিন ঠিক করেন আপিল বিভাগ। গত ৬ থেকে ৮ জুলাই টানা তিনদিন আপিল শুনানি হয়। এই আপিলে আবেদন করে পক্ষভুক্ত হন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ মামলায় আদালতে শুনানিতে

অংশ নেন অ্যাটর্নি জেনারেল রুহুল কুদ্দুস কাজল, আইনজীবী শরীফ ভূঁইয়া ও শিশির মনির। গত ১৩ নভেম্বর হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের অনুমতি দেয় আপিল বিভাগ। এরপর আপিল শুনানি শুরু হয়। এরও আগে পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে তিনটি আপিল করা হয়। সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)-এর সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ চার ব্যক্তি একটি এবং নওগাঁর বাসিন্দা মোফাজ্জল হোসেন অন্য আপিলটি করেন। এছাড়া জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার অন্য একটি আপিল করেন। এর মধ্যে সুজনের সম্পাদকসহ চার ব্যক্তির করা আপিলের ওপর শুনানি শুরু হয়। তাদের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শরীফ ভূঁইয়া। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী কারিশমা জাহান। রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল ও অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনীক আর হক উপস্থিত ছিলেন। জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেলের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির এবং অন্য আপিলকারীর পক্ষে ছিলেন আইনজীবী এ এস এম শাহরিয়ার কবির। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

বোয়ালখালীতে পাহাড়ি ঢলে খালে তলিয়ে গেলেন যুবক

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে পাহাড়ি ঢলে খালে তলিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন দিদার আলম হৃদয় (১৮) নামে এক যুবক। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার জ্যৈষ্ঠপুরায় লিচুবাগানে কাজে যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে। ওই এলাকার ভান্ডালজুরী খালে তলিয়ে যান তিনি। দিদার আলম শ্রীপুর-খরণদ্বীপ ইউনিয়নের পূর্ব জ্যৈষ্ঠপুরা আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দা। তার বাবার নাম মৃত ইলিয়াছ। হৃদয় পাহাড়ে বাগানশ্রমিক হিসেবে দিনমজুরি করে সংসার চালাতেন। সকালে কাজে যাওয়ার জন্য খাল পার হতে গিয়ে পাহাড়ি ঢলে তলিয়ে যান তিনি। নিখোঁজের বিষয়টি নিশ্চিত করে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হাসান চৌধুরী বলেন, সকালে হৃদয় পাহাড়ে কাজ করতে গিয়েছিল। ভারী বর্ষণে ভান্ডালজুরী খালে পাহাড়ি ঢল ছিল। খাল দিয়ে পার হতে গিয়ে সে নিখোঁজ হয়। বোয়ালখালী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মেহেদী হাসান ফারুক বলেন, নিখোঁজ যুবককে উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

সকাল ৯টার মধ্যে কর্মীরা অফিসে না এলেই শাস্তি

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সকাল ৯টার মধ্যে নিজ দপ্তরে প্রবেশসহ ছয়টি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। দাপ্তরিক শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে এমন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এসব নির্দেশনা না মানলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বোর্ড। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের এক অফিস আদেশ থেকে এ তথ্য জানা যায়। বোর্ডের নির্দেশনা :

(১) সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কর্মদিবসে সকাল ৯টার মধ্যে নিজ নিজ দপ্তরে উপস্থিত থাকতে হবে।

(২) অফিস সময় শেষ হওয়ার আগে কেউ নিজ দপ্তর ত্যাগ করবে না।

(৩) অফিস চলাকালীন দাপ্তরিক বা জরুরি প্রয়োজনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজ বিভাগের প্রধানের (রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, পরিদর্শক ও প্রকাশনা নিয়ন্ত্রক) অনুমতি নিয়ে সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯-এর তফসিল অনুযায়ী ডিজিটাল হাজিরা দিয়ে অফিস ত্যাগ করতে হবে।

(৪) বোর্ডের সব আঞ্চলিক অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সাপ্তাহিক বা অন্যান্য ছুটির দিনে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করতে হবে।

এদিকে, চলমান আলিম পরীক্ষা চলাকালে অফিসে উপস্থিতিসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য পৃথক নির্দেশনাও দিয়েছে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

প্রিপেইড মিটারের ভাড়া বহাল, প্রত্যাহারের প্রস্তাব পায়নি বিইআরসি

প্রিপেইড বিদ্যুৎ মিটারের মাসিক ভাড়া প্রত্যাহার নিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে আলোচনা চললেও, এ বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) কাছে এ-সংক্রান্ত কোনো প্রস্তাবও যায়নি। ফলে আপাতত বিদ্যমান নিয়মেই মিটার ভাড়া বহাল থাকছে। বিইআরসির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মিটার ভাড়া প্রত্যাহারের বিষয়ে কমিশনের কাছে এখন পর্যন্ত কোনো প্রস্তাব বা নির্দেশনা আসেনি। তাই এ বিষয়ে কমিশনের পক্ষ থেকেও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিদ্যুতের মিটার ভাড়া বাতিলের দাবি বাস্তবে এখনো কার্যকর কোনো সিদ্ধান্ত নয়। বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তির সূত্রপাত হয় বিদ্যুৎমন্ত্রীর এক ঘোষণাকে কেন্দ্র করে। গত ২৯ মার্চ এক বক্তব্যে তিনি বলেন, গ্রাহকদের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ কমাতে মিটার ভাড়া প্রত্যাহারের উদ্যোগ নেওয়া হবে। তবে সেই ঘোষণার পরও এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত বা নিয়ন্ত্রক আদেশ জারি হয়নি। বিইআরসি সূত্র জানায়, বিদ্যুতের মিটার ভাড়া, ডিমান্ড চার্জ ও বিদ্যুতের ট্যারিফ নির্ধারণ একটি আইনি ও নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। এ ধরনের কোনো পরিবর্তন আনতে হলে কমিশনের কাছে প্রস্তাব পাঠাতে হয়। এরপর নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কমিশন সিদ্ধান্ত নেয়। এখন পর্যন্ত এ-সংক্রান্ত কোনো প্রস্তাব কমিশনের কাছে আসেনি।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

রূপালী ব্যাংকে নিয়োগে অনিয়ম, ৫ কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ দুদকের

প্রায় এক দশক আগে রূপালী ব্যাংকে ৮০১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আজগর হোসেনের নেতৃত্বে একটি টিম অভিযোগটি অনুসন্ধান করছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৭ জুলাই ব্যাংকটির ৫ কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দুদক। এই পাঁচ কর্মকর্তা হলেন, ব্যাংকের প্রিন্সিপাল অফিসার তাপসী রায়, তানভীর আহম্মেদ চৌধুরী, মনির হোসেন, অমৃত কুমার বারুরী ও মো. আখেরুল ওয়ালি। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন দুদক কর্মকর্তারা। জানা গেছে, ২০১৪ সালে ব্যাংকটির ৮০১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম, দুর্নীতির পাশাপাশি ব্যাংকটিতে পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ ও গৃহনির্মাণ ঋণ বিতরণে দুর্নীতিসংক্রান্ত তথ্যও রয়েছে অনুসন্ধান টিমের হাতে। এসব অভিযোগও অনুসন্ধান করা হচ্ছে। এছাড়া নিয়োগ দেওয়া ৮০১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, লিখিত, মৌখিক পরীক্ষা, পরীক্ষার উত্তরপত্রসহ নানা কাগজপত্র চেয়ে সম্প্রতি ব্যাংকের এমডি ও সিইও বরাবর চিঠি দিয়েছে দুদক। এ বিষয়ে দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আকতারুল ইসলাম বলেন, ৮০১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ, পদোন্নতিতে অনিয়ম, দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান করা হচ্ছে। অনুসন্ধান শেষে টিম কমিশনের প্রতিবেদন জমা দেবে। এরপর কমিশন সেটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডসের ফলপ্রসূ আলোচনা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য দেশীয় শিপইয়ার্ডে আধুনিক যুদ্ধজাহাজ ও অন্যান্য নৌযান নির্মাণে যৌথ সহযোগিতা, কারিগরি সহায়তা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের সম্ভাবনা নিয়ে বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) দুপুরে ঢাকা সেনানিবাসে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলামের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত জোরিস ভ্যান বোমেলের সৌজন্য সাক্ষাতে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানায়, বৈঠকে দেশীয় শিপইয়ার্ডে আধুনিক যুদ্ধজাহাজ ও নৌযান নির্মাণে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারণ, কারিগরি সহায়তা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় হয়। আইএসপিআর জানায়, সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক কুশলাদি বিনিময় করেন এবং বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যকার বিদ্যমান চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। সৌহার্দ্যপূর্ণ এই আলোচনায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সার্বিক উন্নয়নে নেদারল্যান্ডসের সম্ভাব্য সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় হয়। সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিক সরঞ্জামের ব্যবহার ও কারিগরি প্রশিক্ষণে নেদারল্যান্ডস কীভাবে সহায়তা দিতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সক্ষমতা ও আধুনিকায়নে উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগে নেদারল্যান্ডসের সম্ভাব্য সহযোগিতার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। আইএসপিআর জানায়, বৈঠকে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে নেদারল্যান্ডসের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বমানের কারিগরি দক্ষতাকে কাজে লাগানোর বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য দেশীয় শিপইয়ার্ডে আধুনিক যুদ্ধজাহাজ ও অন্যান্য নৌযান নির্মাণে যৌথ সহযোগিতা, কারিগরি সহায়তা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের সম্ভাবনা নিয়ে উভয় পক্ষ ফলপ্রসূ আলোচনা করেন। প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে নেদারল্যান্ডসের আন্তরিক আগ্রহের প্রশংসা করেন। ভবিষ্যতে দুদেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে প্রশিক্ষণ, সামরিক প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

বার কাউন্সিলের মতো সাংবাদিক নিবন্ধনের ব্যবস্থা হচ্ছে : তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

১৯৭৪ সালের প্রেস কাউন্সিল আইন যুগোপযোগী করে প্রেস কাউন্সিলকে অধিকতর শক্তিশালী, কার্যকর ও গণমাধ্যমবান্ধব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য আইন সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি জানান, এই সংশোধনীতে সাংবাদিকদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ এবং বার কাউন্সিলের মতো সাংবাদিক নিবন্ধনের ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হবে। বুধবার (৮ জুলাই) জাতীয় সংসদে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সংসদ সদস্য হাসনাত আব্দুল্লাহর প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, পেশাদারিত্ব ও জবাবদিহি এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মোবাইল জার্নালিজমের নামে অনুমোদনহীন, অপেশাদার বা অনৈতিক কার্যক্রম সরকার সমর্থন করে না। তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ১৯৭৪ সালের প্রেস কাউন্সিল আইন যুগোপযোগী করে প্রেস কাউন্সিলকে অধিকতর শক্তিশালী, কার্যকর ও গণমাধ্যমবান্ধব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য আইন সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই সংশোধনীতে সাংবাদিকদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ, বার কাউন্সিলের মতো সাংবাদিক নিবন্ধনের ব্যবস্থা, মিথ্যা, হয়রানিমূলক ও

নীতিনৈতিকতাবিরোধী সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে আর্থিক জরিমানাসহ কার্যকর বিধান এবং গুজব, ভুয়া খবর, ঘৃণামূলক বক্তব্য বা জাতীয় স্বার্থবিরোধী সংবাদ প্রকাশের ঘটনায় প্রেস কাউন্সিলের স্বতঃপ্রণোদিত তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে। সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য সেলিনা সুলতানার প্রশ্নের জবাবে জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, পরিবর্তিত প্রযুক্তিগত পরিবেশ, ডিজিটাল সম্প্রচার ব্যবস্থার বিকাশ, অনলাইন ও ওটিটি প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ এবং আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচারসংক্রান্ত নীতিমালা পর্যালোচনাসহ প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের বিষয়টি সরকার বিবেচনায় রেখেছে। সংরক্ষিত আসনের সদস্য আরিফা সুলতানার প্রশ্নের জবাবে জহির উদ্দিন বলেন, পডকাস্ট, ব্লগিং এবং ইনফ্লুয়েন্সারভিত্তিক ডিজিটাল কনটেন্টসমূহের বিষয়বস্তু, প্রচার ও প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন, বিধিবিধান এবং নীতিমালার আওতায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ডিজিটাল মাধ্যমের দ্রুত বিকাশ, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও জনস্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে একটি যুগোপযোগী নীতিগত কাঠামো প্রণয়নের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম-১৬ আসনের মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামের প্রশ্নে তথ্যমন্ত্রী বলেন, নবম সংবদপত্র মজুরি বোর্ড রোয়েদারের গেজেট প্রকাশের দিন থেকে বাসসে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সাংবাদিক ও সংবাদপত্র মালিকপক্ষের আয়কর প্রদান নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেওয়ায়, নবম সংবদপত্র মজুরি বোর্ড পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। উচ্চ আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

বর্তমান সরকার স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রহরী : রিজভী

বিএনপি নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রহরী বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, ”বাংলাদেশে অনেকদিন অনেক রক্ত ঝরিয়ে, ব্যাপক আন্দোলনের মধ্যদিয়ে, অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এ সরকার স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রহরী হিসেবে কাজ করছে, গণতন্ত্রের নিরাপত্তার প্রহরী হিসেবে কাজ করছে।„ বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) রাজধানীর নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে রিজভী এসব কথা বলেন। এসময় তিনি রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সহযোগিতা করতে নেতা-কর্মীদের প্রতি নির্দেশ দেন। কেউ যেন কোনো উসকানিতে পড়ে দেশের হাজার বছরের ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত না করতে পারে, সে ব্যাপারে সজাগ থাকার কথা বলেন তিনি। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ”এই সরকারের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত আছে। পরাজিত নানা শক্তি চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র করতে পারে, ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে। তো সেটা যাতে করতে না পারে, এই জন্য আমরা আগে থেকেই সবাইকে সচেতন করছি এবং নেতা-কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দলের চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে, তারা যাতে একেবারে পাহারাদারের মতো কাজ করেন। হিন্দু ধর্মের ভাই-বোনদের সঙ্গে নেতা-কর্মীরা একযোগে কাজ করবেন। শুধু এইবারই নয়, আমরা গত দুর্গাপূজা, তার আগের দুর্গাপূজা, সব পূজাতে আমরা একইভাবে দলের নেতাদের দায়িত্ব দিয়েছিলাম। হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা এবং উৎসবে আমরা দেশের নাগরিক হিসেবে তাদের পাশে থেকে, তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য যে কাজগুলো করেছি, এবারও তাদের এই রথযাত্রা উৎসবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল একইভাবে পাশে থাকবে এবং সঙ্গে থাকবে, যাতে কেউ কোনো উসকানি এবং এটি নিয়ে কোনো রাজনীতি করার সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারে,„ যোগ করেন বিএনপির এ নেতা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

১৯২টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আলো ক্লিনিকের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবে সরকার

দেশের মানুষের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বকুল। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, `আলো মডেল ক্লিনিক,-এর সফল অভিজ্ঞতা দেশের ১৯২টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেবে সরকার। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) সকালে রাজধানীর হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠিত `বাংলাদেশের নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় পরিবর্তন : পরিধি বাড়ানোর জন্য সরকারের নির্দেশিত একটি মডেল, শীর্ষক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সভাটি যৌথভাবে আয়োজন করে আলো ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য অধিদফতর। এতে সহযোগিতা করেছে সুইডেন দূতাবাস, ইউনিসেফ এবং পিএইচডি সংগঠন। নগরায়ণের ফলে শহরের `ভাসমান ও নিম্নআয়ের, জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আলো ক্লিনিকের কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, শহরের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কাছে যেভাবে আলো ক্লিনিক মানসম্মত সেবা পৌঁছে দিচ্ছে, তা সত্যিই অনুকরণীয়। আলো ক্লিনিক কীভাবে সফলভাবে কার্যক্রম চালাচ্ছে, তা থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা নিতে আগামী সপ্তাহের মধ্যেই আমি নিজে তাদের একটি ক্লিনিক পরিদর্শন করব। সিটি করপোরেশনের কাছ থেকে আমরা যে ১৯২টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্ব নিয়েছি, সেখানে এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, দেশের প্রতিটি নাগরিকের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে, তাদের আর্থিক সামর্থ্য বা অবস্থান যাই হোক না কেন, সবাইকে নিয়ে একটি সহজপ্রাপ্য, জবাবদিহিমূলক এবং জনগণমুখী স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। সব মানুষের জন্য টেকসই স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার

অঙ্গীকার ব্যক্ত করে মন্ত্রী বলেন, বিপুল অর্থ খরচ করে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে আস্থার প্রতীক হিসেবে গড়ে তোলা হবে। বিশেষ উদ্যোগের কথা জানিয়ে সাখাওয়াত হোসেন বকুল বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনায় তৃণমূলের হাসপাতালগুলোতে (উপজেলা, জেলা এবং জেলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) কিডনি ডায়ালাইসিস ব্যবস্থা চালু ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। দুর্গম এলাকার রোগীদের দ্রুত উন্নত চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য সর্বোচ্চসংখ্যক অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

বিএনপির সারোয়ার আলমগীরের এমপি হিসেবে শপথ নিতে বাধা নেই

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি) আসনে বিএনপির প্রার্থী সারোয়ার আলমগীরের মনোনয়নপত্র বহাল রেখে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। এই রায়ের ফলে গেজেট ও শপথে বাধা কাটলো। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) হাইকোর্টের বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন। এ-সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি শেষে গত বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট একই বেঞ্চ রায় ঘোষণার জন্য ৯ জুলাই দিন ঠিক করেন। আদালতে ওইদিন রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম ও ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী মো. আনোয়ার হোসেন। জামায়াত প্রার্থী নূরুল আমিনের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মুহাম্মদ শিশির মনির ও আইনজীবী আজিম উদ্দিন পাটোয়ারী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

তিন পার্বত্য জেলায় বন্যা-ভূমিধস পরিস্থিতিতে কন্ট্রোল রুম চালু

টানা ভারী বর্ষণে তিন পার্বত্য জেলায় আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক সমন্বয় রাখতে কন্ট্রোল রুম চালু করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তিন পার্বত্য জেলার বর্তমান পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও সমন্বয়ের জন্য মন্ত্রণালয়ে কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে উপ-সচিব মোঙ্গল চন্দ্র পালের (মোবাইল : ০১৭১২-৮৪০৮৩৭) এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. আজিজুল ইসলামের (মোবাইল : ০১৭২৬-০০৭৬৯৩) সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগে গত পাঁচদিনের অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও পাহাড় ধসের দুর্যোগে এ পর্যন্ত ৩০ জনের মৃত্যুর তথ্য দিয়েছে সরকার।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে ১২ বাংলাদেশি নিহত

ইরান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এ পর্যন্ত ১২ জন বাংলাদেশি মারা গেছেন বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। তাদের মধ্যে লেবাননে ৫ জন, সৌদি আরবে তিনজন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুজন এবং ইরাক ও বাহরাইনে একজন করে বাংলাদেশি মৃত্যুবরণ করেছেন। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) বিকেলে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে তিনি এ তথ্য জানান। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রম। আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে ইরান থেকে ১২ জন নারী ও আটজন শিশুসহ মোট ১৮৬ জনকে ফেরত আনা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও যুদ্ধপরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসী কর্মী বিভিন্ন সময়ে ফেরত আনা হয়। তিনি আরও বলেন, মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে এ পর্যন্ত ১২ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের মধ্যে একজনের লাশ সংশ্লিষ্ট দেশে দাফন করা হয়েছে এবং এরই মধ্যে নয়জনের মরদেহ দেশে আনা হয়েছে। নিহতদের পরিবারের অনুকূলে মরদেহ দাফন বাবদ বিমানবন্দর থেকে ৩৫ হাজার টাকা এবং বিশেষ অনুদান হিসেবে ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, বিমানবন্দর থেকে অসুস্থ ও মৃত কর্মী পরিবহণের জন্য অ্যাম্বুলেন্স বহরে দুটি ফ্রিজিং অ্যাম্বুলেন্স (ঢাকা ও সিলেট বিমানবন্দরে) এবং চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি অ্যাম্বুলেন্স যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা বিমানবন্দরে আরও দুটি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসীদের লাগেজ বহনের সুবিধার্থে ২০০টি ট্রলি ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আহত ও অসুস্থ প্রবাসী কর্মীদের বিমানে ওঠা-নামার সুবিধার্থে ১০টি হুইলচেয়ার দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসী লাউঞ্জ স্থাপন ও ৩০ শতাংশ ডিসকাউন্টে স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের ব্যবস্থা এবং বিমানবন্দরে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবার জন্য মেডিকেল কর্ণার স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

এক বছরে ভোক্তা ঋণ বেড়েছে ১১ হাজার কোটি টাকা

উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ঋণের চড়া সুদ এবং অর্থনৈতিক চাপের মধ্যেও দেশে ভোক্তা ঋণের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ক্রেডিট কার্ড ও অন্যান্য ব্যক্তিগত ব্যয় মেটাতে মানুষ আগের তুলনায় বেশি ব্যাংক ঋণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। একইসঙ্গে করপোরেট ঋণের তুলনায় ব্যাংকগুলোও খুচরা বা ভোক্তা ঋণ বিতরণে বেশি

আগ্রহ দেখাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংক খাতে ভোক্তা ঋণের স্থিতি ছিল ১ লাখ ৫১ হাজার ৭৩৮ কোটি ১১ লাখ টাকা। ২০২৬ সালের মার্চ শেষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৫৮ হাজার ৩৩৫ কোটি ৮৮ লাখ টাকায়। অর্থাৎ, মাত্র তিন মাসে ভোক্তা ঋণ বেড়েছে ৬ হাজার ৫৯৭ কোটি ৭৭ লাখ টাকা। এক বছরের ব্যবধানেও ভোক্তা ঋণে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ২০২৫ সালের মার্চ শেষে ভোক্তা ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ লাখ ৪৭ হাজার কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক বছরে এ খাতে ঋণ বেড়েছে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি বছরের জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকে ভোক্তা ঋণের প্রবৃদ্ধির পেছনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রেখেছে আবাসন, বেতননির্ভর ঋণ, ক্রেডিট কার্ড, জমি কেনা এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি। প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্চ শেষে ফ্ল্যাট ও অ্যাপার্টমেন্ট কেনার ঋণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২ হাজার কোটি টাকায়, যা গত ডিসেম্বর শেষে ছিল ৩১ হাজার ৮৫ কোটি টাকা। একই সময়ে বেতননির্ভর ঋণ বেড়ে ২২ হাজার ৫৯৫ কোটি থেকে ২৩ হাজার ২৩৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে নেওয়া ঋণও বেড়েছে। গত ডিসেম্বর শেষে এ ঋণের পরিমাণ ছিল ১৩ হাজার ১০৩ কোটি, যা চলতি বছরের মার্চ শেষে বেড়ে হয়েছে ১৩ হাজার ৫১৯ কোটি টাকা। এতে স্বল্পমেয়াদি ব্যক্তিগত ব্যয় মেটাতে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের প্রবণতা অব্যাহত থাকার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এদিকে, জমি কেনার ঋণ ৬ হাজার ৯৩৬ কোটি থেকে বেড়ে ৭ হাজার ১৮১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। মোটরগাড়ি ও মোটরসাইকেল কেনার ঋণও ৬ হাজার ৮৫ কোটি থেকে বেড়ে হয়েছে ৬ হাজার ৩৭৪ কোটি টাকা।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

প্রতিকূলতার মধ্যেও ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা দেখাচ্ছে বাংলাদেশ : এডিবি

শক্তিশালী রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং সেবা খাতের স্থিতিশীলতার কারণে বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা দেখাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান আকিরা মাৎসুনাকা। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) এডিবির প্রকাশিত সর্বশেষ `এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক (এডিও) জুলাই ২০২৬, প্রতিবেদনের তথ্য তুলে ধরে এ মন্তব্য করেন তিনি। আকিরা মাৎসুনাকা বলেন, `শক্তিশালী ও আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করতে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা জোরদার, বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন, আর্থিক খাতের সুশাসন বৃদ্ধি এবং জ্বালানি ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা দূর করতে ধারাবাহিক সংস্কার জরুরি। এসব সংস্কার বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ, মানসম্মত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনীতির স্থিতিস্থাপকতা আরও শক্তিশালী করতেও গুরুত্বপূর্ণ।, প্রকাশিত প্রতিবেদনে এডিবি জানায়, দুর্বল রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, বেসরকারি বিনিয়োগে স্থবিরতা, উচ্চ জ্বালানি মূল্য, ধারাবাহিক মূল্যস্ফীতির চাপ এবং বৈরী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস সংশোধন করা হয়েছে। বিদায়ি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি হবে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ এবং চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে হতে পারে ৪ দশমিক ৫ শতাংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশে উচ্চ থাকবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা গত এপ্রিলের পূর্বাভাসের সমান। দেশের অভ্যন্তরে পেট্রোলিয়াম, গ্যাস এবং বিদ্যুতের দামের সাম্প্রতিক সমন্বয়গুলোর প্রভাব পরিবহণ, ইউটিলিটি (জনসেবামূলক খাত) এবং অন্যান্য ভোক্তা মূল্যের ওপর বজায় থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে ৮ দশমিক ৮ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যা এপ্রিলে প্রাক্কলিত ৮ দশমিক ৫ শতাংশের চেয়ে বেশি। উচ্চ জ্বালানি ও পরিবহণ ব্যয়, বিনিময় হারের প্রভাব এবং খাদ্য ও সেবা খাতের ক্রমাগত মূল্যস্ফীতির দ্বিতীয় পর্যায়ের (সেকেন্ড-রাউন্ড) প্রভাবের কারণে মূল্যস্ফীতি হ্রাসের গতি ধীর হতে পারে। `এডিও জুলাই-২০২৬, আপডেটে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সামগ্রিকভাবে একটি কঠোর সামষ্টিক-আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যেও শক্তিশালী রেমিট্যান্স প্রবাহ, সেবা খাতের স্থিতিশীলতা এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতগুলোর জন্য লক্ষ্যভিত্তিক ঋণ সহজীকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি বজায় থাকবে। তবে উচ্চ মূল্যস্ফীতি মানুষের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করছে এবং বেসরকারি ভোগকে সংকুচিত করছে। দুর্বল রপ্তানি কর্মক্ষমতা এবং মাঝারি আমদানি প্রবৃদ্ধি মূলত দুর্বল বৈশ্বিক চাহিদা এবং বেসরকারি বিনিয়োগের মন্দাভাবকে নির্দেশ করে। সরবরাহের দিক থেকে, রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং খাত উচ্চ জ্বালানি মূল্য, দুর্বল বৈশ্বিক চাহিদা এবং কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতার কারণে চাপের মধ্যে থাকতে পারে। অন্যদিকে, কৃষি খাত সার সংকটের ঝুঁকিতে রয়েছে। তবে রেমিট্যান্স-নির্ভর পারিবারিক আয়ের ওপর ভর করে সেবা খাত প্রবৃদ্ধিতে কিছুটা অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে কিছুটা সহনীয় মূল্যস্ফীতি, সহজীকৃত ব্যবসায়িক নিয়ম-কানুন, সুশাসনের উন্নয়ন, কর প্রশাসন সংস্কার এবং রেমিট্যান্সে ধারাবাহিক প্রণোদনা মূলত ভোগ ও বিনিয়োগ বাড়াতে সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা, জ্বালানি সংকট এবং দুর্বল প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতার কারণে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের গতি জোরদার হওয়ার পরিবর্তে ধীরগতির হতে পারে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

জঙ্গি সম্পৃক্ততার সন্দেহে সিঙ্গাপুর ফেরত দুই প্রবাসী ৩ দিনের রিমান্ডে

সিঙ্গাপুরে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার সন্দেহে আটক হওয়ার পর দেশে ফেরত পাঠানো দুই বাংলাদেশিকে তিনদিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত। তাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ খতিয়ে দেখছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা এ আদেশ দেন। রিমান্ডে পাঠানো দু-জন হলেন সাহেদুল ইসলাম (৩৭) ও রিশাদ তায়ানী (২৫)। আদালত সূত্র জানায়, গতকাল বুধবার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর সাধারণ ডায়েরির (জিডি) ভিত্তিতে বিমানবন্দর থানা পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। পরে তদন্তের স্বার্থে পাঁচদিনের রিমান্ড আবেদন করলে শুনানি শেষে আদালত তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, সিঙ্গাপুরে অবস্থানকালে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার সন্দেহে দেশটির আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের আটক করে। পরবর্তীতে বিমানযোগে তাদের বাংলাদেশে পাঠানো হলে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সিটিটিসি সদস্যরা তাদের হেফাজতে নেন। এ সময় তাদের কাছ থেকে তিনটি মোবাইল ফোন ও তিনটি পাসপোর্ট জব্দ করা হয়। পরে বিমানবন্দর থানায় নিয়ে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা সিঙ্গাপুরে বিভিন্ন নিষিদ্ধঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে বলে রিমান্ড আবেদনে উল্লেখ করা হয়। পুলিশের দাবি, বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুরে যাওয়ার পর তারা সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। এ কারণে সিঙ্গাপুর পুলিশ তাদের আটক করে এবং পরে দেশে ফেরত পাঠায়। দেশে পৌঁছানোর পর ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় তাদের গ্রেফতার দেখানো হয়। তদন্ত কর্মকর্তার ভাষ্য, আসামিদের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনের যোগাযোগ রয়েছে কি না, তারা ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করে কোনো উগ্রবাদী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন কি না, তাদের অর্থায়নের উৎস এবং আন্তর্জাতিক জঙ্গি নেটওয়ার্কের সঙ্গে কোনো সংযোগ রয়েছে কি না- এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানতে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

মানিকনগর প্রধান সড়ক উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

রাজধানীর মানিকনগর প্রধান সড়কের উন্নয়ন কাজের আনুষ্ঠানিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) মানিকনগর বিশ্বরোড থেকে মানিকনগর পুকুরপাড় পর্যন্ত সড়কের কাজের ভিত্তিপ্রস্তর উন্মোচন করেন সড়ক পরিবহণ ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ হাবিব ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুস সালাম। অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেন, দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত থাকা এ সড়কের কারণে এলাকার মানুষ উন্নয়ন বঞ্চিত ছিলেন। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে সড়কটি সংস্কারের মাধ্যমে তাদের দীর্ঘদিনের নাগরিক অধিকার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ডিএসসিসি প্রশাসক বলেন, দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই অবহেলিত ও জনদুর্ভোগপূর্ণ সড়কগুলোর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে মানিকনগরের ৮৮০ মিটার প্রধান সড়কের উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে। গুণগত মান বজায় রেখে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই কাজ শেষ করে নগরবাসীর জন্য সড়কটি উন্মুক্ত করা হবে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

সায়েদাবাদ হবে সিটি টার্মিনাল, আন্তঃজেলা বাস যাবে কাঁচপুরে

রাজধানীর সায়েদাবাদ আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালকে শুধু সিটি টার্মিনাল হিসেবে রাখা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুস সালাম। তিনি বলেন, সায়েদাবাদ আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল কাঁচপুরে স্থানান্তর করা হবে। পাশাপাশি গুলিস্তান থেকেও টার্মিনাল সরিয়ে কেরানীগঞ্জে নেওয়া হবে। আগামী তিন থেকে চার মাসের মধ্যে রাজধানীর পরিবহণ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে দৃশ্যমান পরিবর্তনের আশাবাদ ব্যক্ত করছি। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় ডিএসসিসি প্রশাসক সায়েদাবাদ টার্মিনালের সার্বিক পরিবেশ, যাত্রীসেবা, পরিচ্ছন্নতা, যানবাহন চলাচল, অবৈধ দখল এবং শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্তদের টার্মিনালকে অবৈধ দখলমুক্ত, যানজটমুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ রাখতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার নির্দেশনা দেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামে বন্যার্তদের মধ্যে খাবার বিতরণ করছে জামায়াতে ইসলামী

সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহায়তায় এক হাজার মানুষের জন্য রান্না করা খাবার প্রস্তুত করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম মহানগরীর ৪ নম্বর চান্দগাঁও ওয়ার্ড। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) এ কার্যক্রমে অংশ নেন দলটির চট্টগ্রাম মহানগরীর সাংগঠনিক সম্পাদক ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদপ্রার্থী অধ্যক্ষ শামসুজ্জামান হেলালী। দলটির পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ৪ নম্বর চান্দগাঁও ওয়ার্ডের উদ্যোগে এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী রাইছুর রহমান চৌধুরী তিতুর ব্যবস্থাপনায় এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রস্তুত করা খাবার

বন্যাকবলিত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হবে। খাবার প্রস্তুত কার্যক্রম পরিদর্শনের পাশাপাশি শামসুজ্জামান হেলালী স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে রান্না ও খাবার প্যাকেটজাত করার কাজেও অংশ নেন। এ সময় শামসুজ্জামান হেলালী বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব। দুর্যোগের সময়ে কেউ যেন অনাহারে না থাকে, সে লক্ষ্যেই দল এই মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তিনি বলেন, শুধু খাদ্য সহায়তা নয়, দুর্গত মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য সহযোগিতাও অব্যাহত রাখা হবে। দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিদের সমন্বিতভাবে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্ভোগ অনেকাংশে কমানো সম্ভব। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

শিশু ইরার গলা কেটে দেওয়া বাবু শেখের মৃত্যুদণ্ড

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে আট বছরের শিশু জান্নাতুল নাঈম ইরা মনির গলা কেটে দেওয়া বাবু শেখকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাকে পৃথক ধারায় যাবজ্জীবন ও ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) বিকেলে চট্টগ্রামের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪ এর বিচারক জান্নাতুল ফেরদৌস আলেয়া এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় আসামি বাবু শেখ আদালতে উপস্থিত ছিলেন। আদালত সূত্র জানায়, হত্যার অভিযোগে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় বাবু শেখকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড এবং এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৭ ধারায় তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড এবং একই আইনের ৯(৪)(খ) ধারায় ধর্ষণচেষ্টার দায়ে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মো. সরোয়ার হোসাইন লাভলু বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

পাইলট লাইসেন্সে ঘুস; বেবিচকের পরিদর্শক রাশেদের ৫ বছরের কারাদণ্ড

পাইলট লাইসেন্স নবায়ন ও পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে এক লাখ টাকা ঘুস নেওয়ার অভিযোগে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) জুনিয়র লাইসেন্স পরিদর্শক এইচ এম রাশেদ সরকারকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে আইনজীবী জহিরুল ইসলাম এবং আসামিপক্ষে আইনজীবী ইব্রাহিম জুয়েল উপস্থিত ছিলেন। রায়ের পর রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলেন, দুর্নীতিবিরোধী মামলায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তমূলক রায়। অন্যদিকে আসামিপক্ষ রায়ে অসন্তোষ জানিয়ে উচ্চ আদালতে আপিল করার সিদ্ধান্তের কথা জানান। মামলার তথ্য অনুযায়ী, ফিলিপাইন থেকে কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স (সিপিএল) অর্জনকারী মো. রাকিব হাসান বাংলাদেশে লাইসেন্স রূপান্তরের জন্য আবেদন করেন। অভিযোগ রয়েছে, ওই আবেদন অনলাইন সিস্টেমে বাতিল করে দেন বেবিচকের জুনিয়র লাইসেন্স পরিদর্শক এইচ এম রাশেদ সরকার। পরে পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার কথা বলে তিনি আবেদনকারীর কাছে এক লাখ টাকা ঘুষ দাবি করেন। এ অভিযোগের ভিত্তিতে ২০১৯ সালের ৬ ডিসেম্বর রাজধানীর উত্তরার ১৩ নম্বর সেক্টরের একটি রেস্টুরেন্টে ফাঁদ পাতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সেখানে ঘুষের টাকা গ্রহণের সময় রাশেদ সরকারকে হাতেনাতে আটক করা হয়। ঘটনার দিনই দুদকের সহকারী পরিচালক তাহসীন মোসাবিল হক বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন। তদন্ত শেষে ২০২২ সালের ৬ জুন তদন্ত কর্মকর্তা জাহিদ কালাম আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। পরে ২০২৩ সালের ৬ মার্চ আদালত আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরু করেন। বিচারিক কার্যক্রমে ২৪ জন সাক্ষীর মধ্যে ২৩ জনের সাক্ষ্য ও উপস্থাপিত প্রমাণ পর্যালোচনা শেষে আদালত দোষী সাব্যস্ত করে এ রায় দেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ রিহাব)

যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি পেলেন ১৭২ কর্মকর্তা

প্রশাসনে যুগ্ম-সচিব পদে পদোন্নতি পেলেন ১৭২ জন উপ-সচিব। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে থেকে এ পদোন্নতি দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তাদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। তবে নতুন যুগ্ম-সচিবদের পদায়ন করে আদেশ জারি করা হয়নি। বিএনপি সরকার গঠন করার পর প্রশাসনে এটিই প্রথম বড়ো পদোন্নতি। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, যুগ্ম-সচিব পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা তাদের যোগদানপত্র সরাসরি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর বা অনলাইনে ই-মেইলে (sa1@mopa.gov.bd) পাঠাতে পারবেন। পদোন্নতির আদেশে উল্লিখিত কর্মস্থল থেকে কোনো কর্মকর্তার দপ্তর/কর্মস্থল এরই মধ্যে পরিবর্তন হলে কর্মরত দপ্তরের নাম, ঠিকানা উল্লেখ করে যোগদানপত্র দাখিল করবেন। পরবর্তী সময়ে কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনোরকম বিরূপ/ভিন্নরূপ তথ্য পাওয়া গেলে, তার ক্ষেত্রে এই আদেশের প্রয়োজনীয় সংশোধন/বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে। বর্তমানে প্রশাসনে যুগ্ম-সচিবের সংখ্যা হলো এক হাজার ৬১ জন। এ পদোন্নতির মূল বিবেচ্য ছিল বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস

(বিসিএস) প্রশাসন ক্যাডারের ২৫তম ব্যাচ। এছাড়া এর আগে, বঞ্চিত বিভিন্ন ব্যাচের কর্মকর্তারাও পদোন্নতির তালিকায় রয়েছেন। সরকারের উপ-সচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা, ২০০২,-এ বলা হয়েছে, যুগ্ম-সচিব পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের ও ৩০ শতাংশ অন্যান্য ক্যাডারের উপ-সচিব পদে কর্মরতদের বিবেচনায় নিতে হবে। বিধিমালা অনুযায়ী, উপ-সচিব পদে কমপক্ষে ৫ বছর চাকরিসহ সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের সদস্য হিসেবে কমপক্ষে ১৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা বা উপ-সচিব পদে কমপক্ষে ৩ বছর চাকরিসহ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে কোনো কর্মকর্তা যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

মেট্রোরেল স্টেশন এলাকায় অভিযান, উচ্ছেদ ২০-২৫টি অবৈধ দোকান

রাজধানীর উত্তরা উত্তর থেকে পল্লবী পর্যন্ত চারটি মেট্রোরেল স্টেশন এলাকায় অবৈধ দখল ও ভাসমান দোকানের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। অভিযানে আনুমানিক ২০ থেকে ২৫টি অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ডিএমটিসিএলের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। ডিএমটিসিএল জানায়, উত্তরা উত্তর মেট্রোরেল স্টেশন থেকে পল্লবী মেট্রোরেল স্টেশন পর্যন্ত মোট চারটি স্টেশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ফুটপাত দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ দোকান, ভাসমান দোকান ও অননুমোদিত স্থাপনা অপসারণ করা হয়। অভিযানের সময় সংশ্লিষ্ট দোকানদারদের মৌখিকভাবে সতর্কও করা হয়। স্টেশনসংলগ্ন এলাকাগুলো দখলমুক্ত হয়েছে : ছবি ডিএমটিসিএল এ সময় স্থানীয় বাসিন্দা ও দোকান মালিকদের ফুটপাত দখল না করা এবং মেট্রোরেলের যাত্রীদের নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে সচেতন করা হয়। ডিএমটিসিএলের ভাষ্য, অভিযানের ফলে স্টেশনসংলগ্ন এলাকাগুলো দখলমুক্ত হয়েছে এবং যাত্রীদের চলাচলের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে। উচ্ছেদ অভিযানে এমআরটি পুলিশ, তুরাগ থানা পুলিশ ও আনসার সদস্যরা সহযোগিতা করেন। ডিএমটিসিএল জানিয়েছে, মেট্রোরেল স্টেশন এলাকায় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এ ধরনের উচ্ছেদ অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

আগারগাঁওয়ে হাউজবোট মেলা উদ্বোধন, চলবে শনিবার পর্যন্ত

দেশের জলভিত্তিক পর্যটনের বিকাশ এবং হাওর অঞ্চলের পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা নিয়ে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী বাংলাদেশ হাউজবোট মেলা। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের শৈলপ্রপাত হলে এই মেলার উদ্বোধন করা হয়। হাউজবোট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এইচওএবি) আয়োজিত এ মেলা চলবে আগামী শনিবার (১১ জুলাই) পর্যন্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক আবু সেলিম মাহমুদ-উল হাসান বলেন, দেশের হাওর অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করেই পর্যটনের বিকাশ ঘটাতে হবে। অনুষ্ঠানে হাউজবোট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের সভাপতি আরাফাত হোসেন বলেন, জলভিত্তিক পর্যটনের প্রসারের পাশাপাশি হাওরের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সচেতনতা তৈরি করাও এ আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য। এবারের মেলায় অংশ নিয়েছে ১২০টির বেশি হাউজবোট প্রতিষ্ঠান। পরিবেশবান্ধব হাউজবোট পর্যটনের মাধ্যমে টাঙ্গুয়ার হাওর, কাপ্তাই লেকসহ দেশের জলাভূমিগুলোকে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরার ওপর গুরুত্বারোপ করেন বক্তারা। একইসঙ্গে টেকসই পর্যটন শিল্প গড়ে তুলতে সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগের আহ্বান জানান তারা। এ ধরনের আয়োজন দেশের পর্যটন খাতকে আরও সমৃদ্ধ করবে এবং হাওর অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন অতিথিরা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ভোটকক্ষে বাড়ালো ভোটারের সংখ্যা, ইসির গেজেট জারি

ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ স্থাপনের নীতিমালায় বড়ো পরিবর্তন এনেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ পরিবর্তন আসায় এখন থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ৬০০ পুরুষ ও ৫০০ নারী ভোটারের জন্য একটি কক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে। ভোটার সংখ্যার অনুপাতে ভোটকক্ষ নির্ধারণের আগের নিয়ম সংশোধন করে এ বিষয়ে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে ইসি। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) কমিশনের সিনিয়র সহকারী সচিব (নির্বাচন সহায়তা-৩) মো. রশিদ মিয়ার সই করা এক সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে। এতে বলা হয়, সাধারণ নির্বাচনে গড়ে প্রতি দুই হাজার ভোটারের জন্য একটি করে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এতে ভোটকক্ষে আগে যেখানে সাধারণভাবে প্রতি ৪০০ পুরুষ এবং ৩০০ থেকে ৩৫০ নারী ভোটারের জন্য একটি করে ভোটকক্ষ বরাদ্দ থাকতো, নতুন নিয়মে সেটি বাড়িয়ে প্রতি ৬০০ পুরুষ ভোটার এবং ৫০০ নারী ভোটারের জন্য একটি করে ভোটকক্ষ নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে। একইভাবে উপ-নির্বাচনের ক্ষেত্রেও নিয়ম সংশোধন করা হয়েছে। আগে উপ-নির্বাচনে কোনো একটি পদে ভোটের জন্য ৫০০ পুরুষ এবং ৪০০ নারী ভোটারের বিপরীতে একটি কক্ষ ব্যবহৃত হতো। এখন সাধারণ নির্বাচন বা উপ-নির্বাচন উভয় ক্ষেত্রেই প্রতি ৬০০ পুরুষ এবং ৫০০ নারী ভোটারের জন্য একটি করে ভোটকক্ষ বরাদ্দ থাকবে। নতুন নীতিমালায় আরও উল্লেখ

করা হয়, চাপ কমাতে প্রতিটি ভোটকক্ষে প্রয়োজনে একাধিক গোপন কক্ষ বা মার্কিং প্লেস তৈরি করা যাবে। এছাড়া পূর্বের নিয়ম বহাল রেখে জানানো হয়, প্রতিটি সাধারণ ওয়ার্ডের সীমানার ভেতরেই একটি করে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। তবে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্থানীয় প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে একই ওয়ার্ডে একাধিক ভোটকেন্দ্রও স্থাপন করা যাবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

রাশিয়ায় যুদ্ধে পাঠানো ৩০ বাংলাদেশির মধ্যে নিহত ৪ : সংসদে মন্ত্রী

রাশিয়ায় উচ্চ বেতনে চাকরির প্রলোভনে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে জোরপূর্বক নিয়োজিত ৩০ বাংলাদেশির মধ্যে চারজন নিহত হয়েছেন। বাকিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে দেশটির বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) জাতীয় সংসদে লালমনিরহাট-১ আসনের সংসদ সদস্য মো. হাসান রাজীব প্রধানের এক প্রশ্নের জবাবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এ তথ্য জানান। মন্ত্রী বলেন, গত ২৪ এপ্রিল তিনটি রিক্রুটিং এজেন্সি (যাদের লাইসেন্স নম্বর যথাক্রমে আরএল-১৪৫৫, ১৪২৮ ও ২৫০৫) জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো থেকে বৈধ ম্যানপাওয়ার ক্লিয়ারেন্স (জনশক্তি ছাড়পত্র) নিয়ে ওই ৩০ কর্মীকে রাশিয়ায় পাঠায়। আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, রাশিয়ায় পৌঁছানোর পর ওই কর্মীদের কাজের পরিবর্তে জোরপূর্বক যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়ে ফ্রন্টলাইনে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে- এমন খবর পাওয়ার পরপরই সরকার ব্যবস্থা নেয়। গত ১৫ জুন মস্কোর বাংলাদেশ দূতাবাসকে চিঠি পাঠিয়ে বিপদগ্রস্ত এসব বাংলাদেশিকে উদ্ধার ও দেশে ফেরানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হয়। মন্ত্রী আরও জানান, সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই ৩০ জনের মধ্যে চারজন এরই মধ্যে মারা গেছেন। বাকিদের রাশিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। চলতি বছরের এপ্রিলে উচ্চ বেতনের আশায় রাশিয়ায় পাড়ি জমান এই তরুণরা। পরবর্তীতে তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে ইউক্রেন যুদ্ধের সম্মুখভাগে পাঠানো হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে সরকারের পক্ষ থেকে তদন্ত ও কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

মোট রপ্তানির ৯১ শতাংশই আসে প্রধান কয়েকটি পণ্য থেকে : বাণিজ্যমন্ত্রী

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান পণ্যগুলো থেকে রপ্তানি আয় হয়েছে ৪৪ হাজার ১৬৭ দশমিক ৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৯১ দশমিক ৪৮ শতাংশ। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য সেলিনা সুলতানার এক প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির এ তথ্য জানান। সংসদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রম। মন্ত্রী বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিশ্বের ২০২টি গন্তব্যে বাংলাদেশের ৮১২টি পণ্য (এইচএস কোড চার ডিজিট) রপ্তানি হয়েছে। বাণিজ্যমন্ত্রী জানান, বাংলাদেশের পণ্য সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় এমন উল্লেখযোগ্য দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে- যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, স্পেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, ভারত, ইতালি, কানাডা, জাপান, ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন, বেলজিয়াম, চীন, তুরস্ক, দক্ষিণ কোরিয়া, মেক্সিকো এবং রাশিয়া। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের বিবরণ দিয়ে মন্ত্রী জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে (জুলাই-জুন) রপ্তানি হওয়া উল্লেখযোগ্য পণ্যের মধ্যে রয়েছে- ওভেন পোশাক, নিটওয়্যার, হোম টেক্সটাইল, হিমায়িত ও জীবন্ত মাছ, কৃষিজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চামড়া-চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা এবং প্রকৌশল দ্রব্যাদি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

জ্বালানি নিরাপত্তায় আলজেরিয়ার সহযোগিতা চাইলো বাংলাদেশ

বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আলজেরিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা আরও জোরদারের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। একইসঙ্গে দুই দেশ বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ঔষধ শিল্প, কৃষি, মৎস্য ও জলজ চাষ, জাহাজ নির্মাণ এবং জনশক্তি খাতে সহযোগিতা সম্প্রসারণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত আবদেলওয়াহাব সাইদানির সৌজন্য সাক্ষাতে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈঠকে বাংলাদেশ ও আলজেরিয়ার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং ক্রমবর্ধমান দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জ্বালানি খাতে আলজেরিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা আরও বাড়ানোর আহ্বান জানান। এছাড়া বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ঔষধ শিল্প, কৃষি, মৎস্য ও জলজ চাষ, জাহাজ নির্মাণ এবং জনশক্তি খাতে সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে উভয়পক্ষ আলোচনা করেন। বিশেষ করে দক্ষ ও অর্ধদক্ষ জনশক্তি নিয়োগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ-আলজেরিয়া যৌথ পরামর্শক কমিশন (জয়েন্ট কনসালটেটিভ কমিশন) গঠনের চলমান উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানান। দুই দেশের জনগণের মধ্যে

যোগাযোগ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন শামা ওবায়েদ ইসলাম। তিনি বলেন, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও গভীর করতে উচ্চপর্যায়ের সফর বাড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। জবাবে আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত আবদেলওয়াহাব সাইদানি জ্বালানি, কৃষি, ঔষধ শিল্প, জাহাজ নির্মাণসহ বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা আরও জোরদার করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ ও আলজেরিয়ার বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিতে উচ্চপর্যায়ের সফর বৃদ্ধির উপরও গুরুত্বারোপ করেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও টুডে

প্রাথমিকে শিক্ষক পদে ৪৬ হাজার পরিক্ষার্থীর ফলাফল পুনরায় প্রকাশের নির্দেশ

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক পদে ৪৬ হাজার পরিক্ষার্থীর ফলাফল পুনরায় প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ রায় দেন। আদালতে রিটকারীদের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম। প্রাইমারি স্কুলের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে ২০২৩ সালে একটি সার্কুলার হয়েছিল জানিয়ে তাজুল ইসলাম জানান, সার্কুলার অনুযায়ী তখনকার সময়ে বিদ্যমান যে কোটা পদ্ধতি ছিল, সেখানে ৮৪ শতাংশ কোটার ভিত্তিতে নিয়োগ হয়েছিল। সেটাকে চ্যালেঞ্জ করে **১৫১** জন রিট পিটিশনার হাইকোর্ট ডিভিশনে মামলা করেছিলেন, জুলাই বিপ্লবের পরে সুপ্রিম কোর্টের যেহেতু একটা জাজমেন্ট হয়েছে, সেখানে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগটা হবে এবং মেধা হবে ৯৩ শতাংশ, তার ভিত্তিতে নিয়োগ হওয়া উচিত। তিনি বলেন, "এই মামলার ভিত্তিতে হাইকোর্ট ডিভিশন ওই নিয়োগটাকে অবৈধ ঘোষণা করে **১৫১** জনকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সরকার আপিল দায়ের করেছিলেন। সেই আপিলটা আজকে শুনানি অন্তে চূড়ান্ত রায় হয়েছে। আপিল ডিভিশন সেই রায়ে তিনটি অবজারভেশন দিয়ে আপিলটিকে নিষ্পত্তি করেছেন।„(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৯.০৭.২০২৬ এলিনা)

চট্টগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন সারোয়ার আলমগীর

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন চট্টগ্রাম-২ আসন থেকে বিএনপির নির্বাচিত প্রার্থী সরোয়ার আলমগীর। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় জাতীয় সংসদ ভবনে স্পিকারের কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাকে শপথবাক্য পাঠ করান জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামালসহ মন্ত্রিসভার সদস্য ও সংসদ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে, বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-২ আসনে নির্বাচিত বিএনপির প্রার্থী সারোয়ার আলমগীরকে সংসদ সদস্য ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। ইসির প্রশাসন শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব এ এস এম ইকবাল হাসানের সই করা এক চিঠিতে এই তথ্য জানানো হয়। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ আসাদ)

পাহাড়ধসের ঝুঁকিতে থাকা বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে বাড়ি দেবে সরকার : দুর্যোগমন্ত্রী

প্রতি বছর পাহাড় ধসে প্রাণহানি ঠেকাতে পাহাড়ের নিচে ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বসবাসকারীদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু। সরকারি এই উদ্যোগে সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় ও প্রথম বাজেট অধিবেশনের ২২তম দিন ৩০০ বিধিতে দেওয়া বিবৃতিতে এ তথ্য জানান মন্ত্রী। বিকেল ৩টায় স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রমের সভাপতিত্বে সংসদের বৈঠক শুরু হয়। মন্ত্রী বিবৃতিতে বলেন, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি ও বান্দরবানসহ বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে পাহাড় ধসের কারণে বেশকিছু প্রাণহানি ঘটেছে। এর মধ্যে চট্টগ্রামে পাঁচজন, কক্সবাজারে **১৯** জন, রাঙ্গামাটিতে একজন এবং বান্দরবানে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে দ্রুত ওই এলাকাগুলোতে ইতোমধ্যে বিপুলসংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রামে ৪১টি, কক্সবাজারে ৬৪০টি, রাঙামাটিতে ২১টি, খাগড়াছড়িতে **১৩৫**টি এবং বান্দরবানে ২২০টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এসব আশ্রয়কেন্দ্রে ইতোমধ্যে হাজার হাজার মানুষ নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে আশ্রিত লোকজনের জন্য সুপেয় পানি, স্যানিটেশন, শিশু খাদ্য এবং তিনবেলা খাবারের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসার জন্য মাঠপর্যায়ে মাইকিং অব্যাহত রাখা হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ আসাদ)

দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য জরুরি নির্দেশনা

দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগামী **১৫** জুলাই পাঁচটি করে গাছের চারা রোপণের নির্দেশ দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। প্রধানমন্ত্রীর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. সাজ্জাদ হোসেন স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী **১৫** জুলাই রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে

অনুষ্ঠিত হবে `প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০২৬, বিতরণ অনুষ্ঠান। ওই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী প্রতীকীভাবে গাছের চারা রোপণ করবেন। অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সঙ্গে মিল রেখে একই দিন নির্ধারিত সময়ে দেশের প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আঙিনায় ফলজ, বনজ ও ঔষধি- এই তিন শ্রেণির মোট পাঁচটি গাছের চারা রোপণ করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টিকে `অত্যন্ত জরুরি, উল্লেখ করে জেলা, উপজেলা ও বিদ্যালয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ এবং নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য বলা হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ আসাদ)

৫ বছরে বিদেশে ১ কোটি দক্ষ কর্মী প্রেরণের পরিকল্পনা সরকারের

আগামী পাঁচ বছরে বিদেশে এক কোটি দক্ষ কর্মী প্রেরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। এছাড়া, বৈদেশিক শ্রমবাজার সুসংহতকরণ, সম্প্রসারণ এবং সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উপযোগী দক্ষ কর্মী গড়ে তোলা ও তাদের ভাষাগত সমস্যা দূরীকরণে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে বলেও জানান তিনি। বৃহস্পতিবার, জাতীয় সংসদ অধিবেশনে তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব তথ্য জানান। নওগাঁ-৫ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ধলুর প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, নওগাঁ জেলার সদর উপজেলাসহ সব উপজেলার বেকার যুবক ও নারী সমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর পূর্বক কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নওগাঁ জেলা সদরের বান্দা বাড়িয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং রানীনগর উপজেলায় রানীনগর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে এ দুটি কেন্দ্রে বেকার যুবক ও নারী কর্মীরা বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ আইটি, কেয়ার গিভিং ও ড্রাইভিংয়ের মতো আধুনিক ও উচ্চমানের ট্রেডগুলো প্রতিটি সেন্টারে বাস্তবায়ন করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। সিলেট-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহসিনা রুশদীর এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ”দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কম শিক্ষিত নারী-পুরুষ ও বিধবাদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সব এলাকাতেই এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।„ সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য নীলুফার চৌধুরী মনির প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী জানান, প্রবাসীদের কল্যাণে দেশের তিনটি বিমানবন্দরে স্থাপিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে বিদেশগামী ও প্রত্যাবর্তনকারী কর্মীদের লাগেজ র‍্যাপিং, লাগেজ প্রাপ্তি, সঠিক কাগজ প্রিন্ট, ফটোকপি, সত্যায়ন, ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস সংক্রান্ত কার্যাদিতে সহায়তা করা হচ্ছে। এছাড়া প্রবাসীদের জন্য ফ্রি ওয়াই-ফাই, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও ফ্রি টেলিফোন সুবিধাসহ ৩০ শতাংশ ডিসকাউন্টে প্রবাসী ক্যাফেতে সুলভ মূল্যে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ আসাদ)

শেখ হাসিনাকে ফেরানোর চেষ্টায় কূটনৈতিক ঘাটতি নেই : পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরানোর বিষয়ে কোনো কূটনৈতিক ঘাটতি নেই বলে দাবি করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। সেইসঙ্গে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফেরার বিষয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা প্রাসঙ্গিক নয় বলেও মনে করছেন তিনি। বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি। শেখ হাসিনা দেশে ফেরার কথা বলছেন এবং সময়ের উল্লেখ করেছেন। তাহলে তাকে ফেরাতে বাধা কোথায়- জানতে চাওয়া হয় প্রতিমন্ত্রীর কাছে। জবাবে তিনি বলেন, বাংলাদেশের আদালত একজনকে সাজা দিয়েছে। সাজাপ্রাপ্ত আসামি যিনি বাংলাদেশে অনেক অন্যায়, অত্যাচার ও কুকর্ম করে বিদেশে পালিয়ে আছেন। শেখ হাসিনা কী বলছে, না বলছে- সেটা প্রাসঙ্গিক না, একেবারেই প্রাসঙ্গিক না। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার ভারতের সরকারের সঙ্গে, যেটা অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে শুরু হয়েছে, সেই কূটনৈতিক চ্যানেল চলমান আছে। আমরা সঠিক চ্যানেলে চেষ্টা করছি। বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় আসামিকে যখন ফেরত আনা হয় বা যে প্রটোকল বা নর্মস (মানদন্ড) আছে, সেটা অনুযায়ী ওনাকে এখানে এনে বিচার করা হবে এবং সেটাই তো বাংলাদেশের জনগণ চায়। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ আসাদ)

চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৪.৫ শতাংশ, তবে থাকবে উচ্চ মূল্যস্ফীতি

বাংলাদেশের অর্থনীতি চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে কিছুটা ঘুরে দাঁড়াতে পারে। তবে সেই পুনরুদ্ধারের গতি হবে ধীর। আজ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক (এডিও) অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৪.৫ শতাংশ। যদিও এটি চলতি অর্থবছরের সম্ভাব্য ৩.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি, তবু অতীতের তুলনায় অনেক কম। প্রতিবেদনে এডিবি বলেছে, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, দুর্বল রপ্তানি, বেসরকারি বিনিয়োগে স্থবিরতা, জ্বালানি সংকট এবং প্রতিকূল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবেশের কারণে গেল অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশার চেয়ে কম ছিল। তবে চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমা, ব্যবসা পরিচালনার নিয়ম-কানুন সহজ করা, সুশাসনের উন্নতি, কর প্রশাসনে সংস্কার এবং প্রবাসী আয় বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এডিবি সতর্ক করে বলেছে, প্রবৃদ্ধির গতি খুব দ্রুত বাড়বে না।

কারণ ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা, জ্বালানি সরবরাহের সীমাবদ্ধতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতার ঘাটতি এখনও বড়ো বাধা হয়ে রয়েছে। হালনাগাদ প্রতিবেদনে এডিবি আগামী অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ৪.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখলেও মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস বাড়ানো হয়েছে। এপ্রিলে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের মূল্যস্ফীতি ৮.৫ শতাংশ হবে বলে ধারণা করা হলেও, সর্বশেষ প্রতিবেদনে তা বাড়িয়ে ৮.৮ শতাংশ করা হয়েছে। এডিবির মতে, জ্বালানি, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রভাব, পরিবহণ ব্যয়বৃদ্ধি, বিনিময় হারজনিত চাপ এবং খাদ্য ও সেবা খাতে মূল্যস্ফীতি দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশার তুলনায় ধীরে কমবে। এডিবির বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান আকিরা মাতসুবাগা বলেন, কঠিন বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির মধ্যেও শক্তিশালী রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং সেবা খাতের স্থিতিশীলতা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সহায়তা করছে। তবে দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন, আর্থিক খাতের সুশাসন এবং জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতে সংস্কার জরুরি। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত আরও তীব্র হলে জ্বালানির দাম ও পরিবহণ ব্যয় বেড়ে যেতে পারে, যা মূল্যস্ফীতি ও বৈদেশিক লেনদেনের ওপর নতুন চাপ সৃষ্টি করবে। একইসঙ্গে বৈশ্বিক বাণিজ্যে নতুন শুল্ক বা বিধি-নিষেধ, প্রধান রপ্তানি বাজারগুলোর অর্থনৈতিক ধীরগতি, বৈদেশিক অর্থায়নের কঠোর পরিবেশ এবং জলবায়ুজনিত ঝুঁকিও বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকতে পারে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজঃ ০৯.০৭.২০২৬ এলিনা)

আসুন `সবুজ বসতি, গড়ে তুলি : প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশকে একটি `সবুজ বসতি, হিসেবে গড়ে তুলতে সবার সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, `বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সংরক্ষণকে আমাদের নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। সবাই মিলে কাজ করলেই আমরা সবুজ, স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ বসতি গড়ে তুলতে পারব।, বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, `এই পরিবেশ মেলা বা বৃক্ষমেলার আয়োজন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুন্দর ও সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্য একটি নিরাপদ বিনিয়োগ। এই আয়োজন কেবল একটি বাৎসরিক আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত হবে না।, তিনি বলেন, `আমি একটি কথাই বেশি গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাই- দেশ হোক সকল প্রাণী ও প্রাণের নিরাপদ আবাসস্থল।, বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস, পরিবেশ মেলা, জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০২৬-এর এ অনুষ্ঠান হয়। এ বছর জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার প্রতিপাদ্য বিষয়- `বৃক্ষ রোপণে সাজাই দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ,। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ ষ:০৯.০৭.২০২৬ আসাদ)

আসামির মৃত্যুর গুজবে থানায় হামলা, ৫ পুলিশসহ আহত ১৫

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলায় চুরি ও মাদক মামলার এক আসামির মৃত্যুর গুজবে বরিশালের আগৈলঝাড়া থানায় হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে পাঁচজন পুলিশসহ ১৫ জন আহত হয়েছেন। আহত দুই পুলিশসহ চারজনকে আগৈলঝাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে থানা এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একটি চুরির মামলায় গতকাল (বুধবার, ৮ জুলাই) সন্ধ্যায় রিয়াজ ফকির নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে তার মৃত্যুর গুজব স্বজনদের মাঝে ছড়িয়ে পরে। তখন বাকাল ইউনিয়নে ফুলশ্রী গ্রাম থেকে রিয়াজের স্বজন ও শতাধিক এলাকাবাসী থানার ভেতরে মিছিল নিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করে। পুলিশ বাধা দিলে প্রথমে বাকবিতণ্ডা, পরে হাতাহাতি ও সংঘর্ষ হয়। এতে পুলিশসহ উভয়পক্ষের ১৫ জন আহত হয়। এসময় থানায় ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। পুলিশের দাবি, গ্রেফতারকৃত রিয়াজ অসুস্থ হলে তাকে হাসপাতালের ভর্তি করা হয়। জ্ঞান না ফেরায় মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পরে। এদিকে গ্রেফতারকৃত রিয়াজের স্বজনদের দাবি, পুলিশ রিয়াজকে ধরে নিয়ে অতিরিক্ত মারধর করে। মৃত্যুর খবরে থানায় গেলে পুলিশ স্বজনদের ওপর নির্বিচারে হামলা করে বলে অভিযোগ স্বজনদের। চিকিৎসকরা জানান, রিয়াজের মাথায় আঘাত রয়েছে, অজ্ঞান অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে আগৈলঝাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মাদ মাসুদ খান বলেন, `চুরির মামলায় রিয়াজকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। হাজতে থাকাকালে তিনি নিজেই মাথায় আঘাত করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়।, থানায় হামলার ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থার গ্রহণ করা হবে বলে জানান পুলিশ। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ আসাদ)

ঢাকা-রিয়াদ সরাসরি ফ্লাইটের টিকিট বিক্রি শুরু করেছে রিয়াদ এয়ার

আগামী ৭ আগস্ট ঢাকা-রিয়াদ সরাসরি দৈনিক ফ্লাইট চালুর আগে আজ থেকে এ রুটের টিকিট বিক্রি শুরু করেছে রিয়াদ এয়ার। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে আকাশপথে যোগাযোগ আরও সম্প্রসারিত হবে। এয়ারলাইন্সের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নতুন এ রুটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

এবং রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মধ্যে বোয়িং ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজে দৈনিক ফ্লাইট পরিচালিত হবে। এ দৈনিক ফ্লাইট বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে ভ্রমণ, বাণিজ্য ও পর্যটন-সংযোগ আরও জোরদার করবে। একইসঙ্গে রিয়াদ এয়ারের সম্প্রসারিত নেটওয়ার্ক ও কোডশেয়ার অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন গন্তব্যে যাত্রীদের জন্য সুবিধাজনক সংযোগ নিশ্চিত করবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নতুন এ রুট দক্ষিণ এশিয়ার দ্রুত বিকাশমান বিমান পরিবহন বাজারগুলোর একটির প্রতি রিয়াদ এয়ারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন এবং বাংলাদেশ-সৌদি আরবের দীর্ঘদিনের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৭.২০২৬ আসাদ)

BBC

IRAN LAUNCHES MORE STRIKES AFTER ACCUSING US OF STRIKING NEAR NUCLEAR PLANT

The US and Iran have traded strikes for a second night, as observers report a “dramatic” drop in the number of ships travelling through the Strait of Hormuz since hostilities resumed. The US military says it struck some 90 military targets, some near the Strait. Iranian authorities say 14 people have been killed in the past two days. Iran reported explosions in several coastal areas and said it targeted US assets in Kuwait, Bahrain and Qatar in response. Iran’s foreign ministry denounced the US strikes as a “gross war crime”, saying it said targeted civilian infrastructure including railway bridges. In a statement, the ministry described the US administration as “evil and psychopathic” and that it condemned the attacks which have damaged bridges and a railway route connecting Tehran to the city of Mashad, where the late supreme leader Ali Khamenei is due to be buried at a funeral service later on Thursday. (BBC News Web Page: 09/07/26, FARUK)

INTERNATIONAL COURT TELLS BBC OF BREAKTHROUGH IN SUDAN WAR CRIMES PROBE

The International Criminal Court (ICC) has “concrete evidence” linking leaders of the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) to recent war crimes in the Sudanese region of Darfur, the ICC’s deputy chief prosecutor says. Nazhat Sharmeem Khan told the BBC the ICC had reached a “breakthrough” in its investigation into the massacres of civilians in the cities of el-Faser and el-Geneina. “It may take time for justice to develop, to be brought to the court, but we will get there,” Khan said, adding that RSF leaders have also been linked to crimes against humanity. The siege and takeover of el-Faser marked one of the bloodiest episodes in the ongoing war between the RSF and Sudan’s army. More than 6,000 people were killed in el-Faser as the RSF seized the city in October last year, the United Nations says, while the paramilitary group is accused of carrying out a similar massacre in el-Geneina. The group has repeatedly denied carrying out widespread killings anywhere in Darfur. (BBC News Web Page: 09/07/26, FARUK)

UKRAINE TO GET LICENCE TO PRODUCE PATRIOT MISSILES: TRUMP

US President Donald Trump has offered to give Ukraine the right to produce Patriot interceptor missiles, which could help Kyiv defend against Russia’s ballistic missile attacks. “We are gonna give you a licence to make Patriots,” Trump told Ukraine’s Volodymyr Zelensky during Wednesday’s Nato summit in Ankara. “I think they can produce them very quickly once we explain it.” He said he had not yet informed defence manufacturers Lockheed Martin and Raytheon of his decision, “but that’ll work out alright”. Patriots detect and intercept missiles and are regarded as one of the world’s best air defence systems – and the most expensive: a single battery, with missiles, is worth around $1bn. It also has lengthy production times, with only 600 missiles produced per year, according to the US Department of Defence. The US is reluctant to part with any, given that it used more than half of its stockpile during its war with Iran earlier this year, according to the US-based think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS).
(BBC News Web Page: 09/07/26, FARUK)

STARMER GIFTED GUN AND AMMUNITION BY TURKISH PRESIDENT AT NATO

Sir Keir Starmer was given a personalized revolver with live ammunition as a gift by Turkish President Recep Tayyip Erdogan during the Nato summit. The firearm, engraved with the prime minister’s name, was one of a series of similar gifts presented to the leader of each country who attended the event in Ankara. Sir Keir’s revolver has not been brought back to the UK and remains with British officials in turkey. It is expected to be decommissioned

before it is returned, meaning it will no longer be capable of firing live ammunition. Erdogan waived export controls on the gift but it was left in Turkey because it is illegal to import a live firearm into the UK. Downing Street has not released a picture of the revolver. At the summit, sir Keir signed a defence agreement with Erdogan which will pave the way for closer intelligence sharing between the countries. (BBC News Web Page: 09/07/26, FARUK)

HUGE CROWDS IN MASHHAD AS IRAN'S LATE SUPREME LEADER IS BURIED

Huge crowds lined the streets of the holy city of Mashhad for the burial of Iran's late supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei was laid to rest at the shrine of Imam Reza, Iran's holiest Shia Muslim site, marking the end of six days of public mourning ceremonies in five cities across Iran and neighbouring Iraq.The burial, reported by the state news agency IRNA, came after an exchange of strikes between Iran and the US that threatens to derail a preliminary deal to end the war in which he was killed.Earlier, Iran's Revolutionary Guards accused the US of bombing two bridges on the railway line from the capital, Tehran, to Mashhad overnight "in an effort to overshadow" the funeral. Khamenei and several members of his family were killed in an Israeli strike on his residence in Tehran on 28 February, the first day of Iran's war with the US and Israel.

(BBC News Web Page: 10/07/26, FARUK)

TENSIONS ERUPT IN INDIAN STATE AFTER 11-YEAR-OLD RAPED AND MURDERED

The Indian state of West Bengal has been on the boil for the past few days over the alleged rape and murder of an 11-year-old girl. The body of the child was fished out from a pond on Sunday – a day after her family reported her missing. The incident in Surjyapur village in Baruipur, on the outskirts of Kolkata, has triggered days of violent protests, a mob lynching and the police killing of one of the suspects. Three other men who have been arrested remain in custody. The child’s rape and murder – and the subsequent killing of the suspect – has snowballed into a huge political row, with the opposition parties accusing the state’s newly-elected Bharatiya Janata Party (BJP) government of failing to protect women. The BJP, which swept to power in West Bengal for the first time ever in May, has rejected the accusation. But the crime, barely two months after the win, couldn’t have come at a worse time as the party had campaigned heavily on the issue of making the state safe for women. (BBC News Web Page: 09/07/26, FARUK)

A COUNTRY (BANGLADESH) THAT MADE HUGE PROGRESS ON MEASLES NOW REPORTS 1,20,000 CASES

“I have never seen an outbreak this huge,” says paediatrician Dr Mohammad Golam Mawla, as we look around a measles ward in the Bangladeshi city of Mymensingh. Until March this year, Bangladesh had made “substantial progress” towards eliminating measles, according to the World Health Organization. Vaccination rates had been higher than 90% until recently. But that progress has quickly and suddenly come undone. Since March, government figures show nearly 750 people, mostly children, have died from the highly contagious disease, which spreads easily through breathing, coughing or sneezing. The death toll includes confirmed and suspected cases of measles. But Unicef says the true numbers are likely to be higher, given the sudden surge, an overwhelmed health system and difficulties in gathering data. Those numbers are made real by the dozens of families around us who have no choice but to lie on blankets on the floor, in the hallway. The ward at Medical College Hospital is at more than double its capacity, with nearly 130 patients in just 32 rooms. Four-month-old Arafat is one of them. His nose is too small for oxygen tubes to sit comfortably so doctors have bandaged and taped them into place. “We have been in the hospital for about 15 days now, but my baby isn’t getting any better,” his father, Mohammad Alam Mia, tells us. His baby is writhing in the heat and struggling to breathe. Arafat’s parents travelled nearly 10 hours to the hospital. His father vomited and fainted in the ambulance, as his first child became unresponsive. Doctors diagnosed Arafat with pneumonia and heart failure, both complications of measles. The little money Mohammad has is not enough for his treatment, and he’s been forced to borrow from neighbours. Arafat is one of Bangladesh’s more than 1,20,000 suspected and confirmed measles cases since cases spiked in mid-March, according to government figures. “This disease was under control in our country,” says Mawla. Vaccines are highly effective. “Why did this suddenly happen?”

Miguel Mateos Munoz, Unicef’s spokesperson in Bangladesh, puts it down to a “perfect storm” of several factors. Firstly, there were alleged delays in vaccine orders. Bangladesh

has seen years of political turmoil, with student-led protests in 2024 toppling the country's authoritarian leader, former Prime Minister Sheikh Hasina. Unicef claims the interim government, under Muhammad Yunus, delayed ordering vaccines last year, opting instead to consider new vendors and restructure how the purchases were financed. Munoz says Unicef insisted the interim administration give themselves enough time to make the changes. "We were worried about possible vaccine gaps increasing, and it unfolding into what we're now seeing." A shortage of vaccines is exactly what the new government, under Tarique Rahman, claims to have discovered once they took office. The BBC contacted the office of former interim leader Muhammad Yunus, but he declined to be interviewed. Yunus's former top health ministry official, however, denies any shortage of vaccines, and tells the BBC while Unicef had raised concerns, "these communications did not contain any specific warning about a potential measles outbreak". Syedur Rahman claims experts "including representatives from other UN agencies suggested that a competitive procurement process could, over time, create opportunities for greater cost efficiency". Munoz also points to other factors fuelling this particular surge: the Covid pandemic delaying routine jabs, a lack of regular measles-rubella mass vaccination campaigns since 2020, overcrowding and Eid holiday travel. Globally, Bangladesh is not the only country seeing an outbreak this year. Public health experts are warning the outbreak in Bangladesh is proof of the dangers of any interruption in vaccine coverage. Three hours outside of the capital Dhaka, we witness the consequences of the vaccine shortage. Mosammat Nila Akhter and her husband took their 10-month-old child, Maliha, to a clinic for her vaccine in February, but were told there were none left. In late March, as the outbreak took hold, Maliha was admitted to hospital with pneumonia, but was discharged just days later. Her parents later noticed a rash beginning to form on her belly. Back at the hospital, they were told there were no beds available. Desperate, they waited three hours at yet another hospital until another child was discharged. Akhter claims bed shortages led to children with and without measles sharing wards. "No matter how much we wiped her body down, her fever didn't come down. The doctors just kept coming and saying, 'keep wiping her body,"' Akhter says. They were told Maliha needed an ICU bed, but that the hospital had none to offer. For hours, they travelled in an ambulance, while Maliha was struggling to breathe, until they found one. The government and Unicef launched an emergency vaccination campaign in April in certain regions, and have so far inoculated more than 18.4m children. They say reported cases and deaths have now slowed, but Bangladesh is still recording nearly 1,000 suspected measles cases on average a day, and multiple deaths daily. Health Minister Sardar Sakhawat Hossain acknowledges the strain on the health system but says it is to be expected given the country's population of more than 170 million people. "The accommodation facilities are comparatively low, but we have managed," he says. But public health expert Mushtuq Hussain says the government is refusing to accept this is "not an outbreak, it's an epidemic". He calls the current figures "the tip of the iceberg". "We have to take the numbers with a pinch of salt, but what it's telling us is that the work is still not done," Munoz tells us. "It is still a grave situation," Hussain argues. "It is unacceptable that every day children are dying, and thousands of people are being infected." Days after our visit to the measles ward in Mymensingh, we hear news that baby Arafat has died. He is now one of the hundreds of children claimed by this preventable disease. On the phone, his father is in tears. "I spent all my money, took loans, and tried my best to save my son. But everything is gone now."
(BBC News Web Page: 09/07/26, FARUK)

:: THE END ::